চতুর্দশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব

শ্রীনন্দনন্দন রূপেও পরিচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবেদিত ব্রহ্মার স্তব এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ব্রহ্মা প্রথমে তাঁর চিন্ময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষমা-সৌন্দর্যের স্তুতি করেন এবং অভিব্যক্ত করেন যে, তাঁর ঐশ্বর্য থেকেও তাঁর মাধুর্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা অধিকতর দুরূহ। কেবলমাত্র বৈদিক তত্ত্ববিদগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত অপ্রাকৃত শব্দ শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে ভগবৎ-ভক্তির পন্থার দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যায়। বৈদিক বিধির পরিধির বাইরে কোনও পন্থার দ্বারা ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।

অনন্ত চিন্ময় গুণাবলীর উৎসস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের রহস্য অচিন্তনীয়; এমন কি নির্বিশেষ ব্রহ্ম থেকেও তা হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। তাই কেবলমাত্র ভগবানের কৃপার দ্বারাই তাঁর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যায়। অবশেষে এই কথা উপলব্ধি করে, ব্রহ্মা বারে বারে নিজ কৃতকর্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন এবং স্বীকার করলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তিম আশ্রয়স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মার নিজ পিতা আদি নারায়ণ। এভাবেই ব্রহ্মা ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন।

ব্রহ্মা তারপর পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্যের মহিমা কীর্তন করে, ব্রহ্মা ও শিব থেকে ভগবান বিষ্ণুর পার্থক্য, পরমেশ্বর ভগবানের দেবতা, পশু আদি শরীরে অবতরণের কারণ, পরমেশ্বর ভগবানের লীলার নিত্যত্ব এবং জড় জগতের অনিত্যত্বের বর্ণনা করলেন। পরমেশ্বর ভগবানকে প্রকৃত স্বরূপে জানার মাধ্যমে স্বতন্ত্র চিন্ময় আত্মা বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই অবাস্তব, কারণ তা কেবল জীবাত্মার বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি, যার ফলে তা বন্ধন ও মুক্তি বলে প্রতিভাত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপকে মায়িক জ্ঞান করে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাঁর শ্রীপাদপদ্ম প্রত্যাখ্যান করে অন্যত্র পরমতত্ত্ব লাভের সন্ধান করে। কিন্তু তাদের এই সন্ধানের নিষ্ফলতাই তাদের নির্বুদ্ধিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। বস্তুত পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব তাঁর কৃপা ব্যতীত জানার কোন উপায় নেই।

এই সিদ্ধান্তে স্থিত হয়ে, ব্রহ্মা ব্রজবাসীগণের পরম সৌভাগ্যের কথা বিশ্লেষণ করলেন এবং তারপর সেখানে একটি তৃণ, গুল্ম কিম্বা লতা হয়েও জন্মগ্রহণ করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা জানালেন। বাস্তবিকপক্ষে, বৃন্দাবন-বাসীদের গৃহগুলি

ভবসংসারের কারাগার নয়, বরং তা জ্ঞানী ও যোগীদেরও ঈর্ষণীয় বাসভূমি। অপরপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধশূন্য যে কোনও গৃহই আসলে এক-একটি ভবকারাগার। অবশেষে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে, বার বার তাঁর স্তব করতে করতে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে, ব্রহ্মা প্রস্থান করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রহ্মা কর্তৃক অপহৃত পশুদের একত্রিত করে তাদের যমুনাতটে নিয়ে গেলেন, যেখানে গোপবালকেরা মধ্যাহ্নভোজনে রত ছিলেন। সেই একই সহচরবৃন্দ, যাঁরা পূর্বে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাই এখন সেখানে বসে রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির প্রভাবে যা ঘটেছিল, সেই সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই অবগত ছিলেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবৎসদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন, গোপবালকেরা তাঁকে বললেন, "তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে! ভালই হয়েছে। তুমি চলে যাওয়ার পর এক গ্রাস খাবারও আমরা গ্রহণ করতে পারিনি, তা হলে এস, এখন খাওয়া যাক।"

গোপবালকদের কথা শুনে হাসতে হাসতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে তাঁর ভোজন শুরু করলেন। খেতে খেতে কৃষ্ণ তাঁর তরুণ সখাদের অজগর সাপের চামড়াটি দেখালেন এবং তখন বালকেরা মনে করলেন, "কৃষ্ণ এখনই এই ভয়ঙ্কর সাপটিকে মেরেছে।" অবশ্য, পরে তাঁরা বৃন্দাবনবাসীদের কাছে কৃষ্ণের অঘাসুর বধের ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন। এভাবেই গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা (১ থেকে ৫ বৎসর বয়স) বর্ণনা করেছিল, যদিও তাঁর পৌগণ্ডলীলা (৬ থেকে ১০ বৎসর বয়স) শুরু হয়ে গিয়েছিল।

গোপীরা তাঁদের নিজ পুত্রদের থেকেও কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বেশি ভালবাসতেন, তার কারণ বিশ্লেষণ করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই অধ্যায় শেষ করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীব্রহ্মোবাচ

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায় ।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥ ১ ॥

শ্রীব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **নৌমি**—আমি স্তুতি নিবেদন করি; **ঈড্য**—হে পরম আরাধ্য; **তে**—আপনাকে; **অভ্র**—ঘন মেঘের মতো; **বপুষে**—যাঁর দেহ;

তড়িৎ—বিদ্যুতের মতো; **অম্বরায়**—যাঁর পরিধেয়; **গুঞ্জা**—কুঁচ ফল; **অবতংস**—কর্ণভূষণ-যুক্ত; **পরিপিচ্ছ**—এবং শিখিপুচ্ছ; **লসৎ**—দীপ্যমান; **মুখায়**—যাঁর মুখমণ্ডল; **বন্যস্রজে**—বনমালা ভূষিত হয়ে; **কবল**—এক গ্রাস অন্ন; **বেত্র**—বেত; **বিষাণ**—মহিষের শিঙের শিঙা; **বেণু**—এবং বাঁশি; **লক্ষ্ম**—বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; **শ্রিয়ে**—যাঁর সৌন্দর্য; **মৃদু**—কোমল; **পদে**—যাঁর পদযুগল; **পশুপ**—গোপরাজ (নন্দ মহারাজের); **অঙ্গজায়**—নন্দন।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে প্রভু, আপনিই পরম আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবান, তাই আপনার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও স্তুতি নিবেদন করছি। হে নন্দনন্দন, আপনার দিব্য দেহ নব ঘনশ্যামবর্ণ মেঘের মতো, আপনার পরিধেয় বস্ত্র বিদ্যুতের মতো দীপ্যমান এবং কুঁচফল বিরচিত আপনার কর্ণভূষণ ও মস্তকের শিখিপুচ্ছের দ্বারা আপনার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিবিধ বনফুলের মালা ধারণ করে এবং পাচনবাড়ি, বিষাণ ও বেণুর দ্বারা ভূষিত হয়ে, আপনার হাতে এক গ্রাস অন্ন নিয়ে আপনি সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোপসখা ও গোবৎসদের চুরি করে তাঁকে মোহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের সামান্য অতীন্দ্রিয় শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা ব্রহ্মা নিজেই সম্পূর্ণভাবে মোহিত হয়েছিলেন এবং এখন পরম বিনয় ও ভক্তির সহকারে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি ও স্তব নিবেদন করছেন।

এই শ্লোকে *কবল* শব্দটিতে দধি মিশ্রিত এক গ্রাস অন্নকে উল্লেখ করা হয়েছে যা কৃষ্ণের বাম হাতে ধরা ছিল। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বর্ণনা অনুসারে, ভগবানের হাতে একটি রাখালের যষ্ঠি ধরা ছিল এবং বাম বগলে একটি বিষাণ চেপে ধরা ছিল, আর তাঁর বাঁশিটি ছিল তাঁর কোমর-বন্ধনীতে গোঁজা। নানা বর্ণের বনজ সম্পদে বিভূষিত অনিন্দ্যসুন্দর শিশু কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের চেয়েও মহতী ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন। ব্রহ্মা যদিও ভগবানের অসংখ্য চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করেছেন, এখন তিনি নন্দ মহারাজের নন্দনরূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ স্বরূপের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে, সেই রূপের স্তুতি কীর্তন করলেন।

শ্লোক ২

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি ।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥ ২ ॥

অস্য—এই; **অপি**—এমন কি; **দেব**—হে প্রভু; **বপুষঃ**—দেহ; **মদনুগ্রহস্য**—আমাকে কৃপা করে প্রদর্শন করেছেন; **স্ব-ইচ্ছা-ময়স্য**—আপনার শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে যা প্রকটিত হয়; **ন**—না; **তু**—পক্ষান্তরে; **ভূত-ময়স্য**—জড় বস্তুজাত; **কঃ**—ব্রহ্মা; **অপি**—এমন কি; **ন ঈশে**—আমি অসমর্থ; **মহি**—শক্তি; **তু**—বস্তুত; **অবসিতুম্**—পরিমাপ করা; **মনসা**—আমার মনের দ্বারা; **অন্তরেণ**—যা নিয়ন্ত্রিত ও নিবৃত্ত; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **তব**—আপনার; **এব**—বস্তুত; **কিম্ উত**—কি আর বলার আছে; **আত্ম**—আপনার মধ্যে; **সুখ**—সুখের; **অনুভূতেঃ**—আপনার অনুভবের।

অনুবাদ

হে প্রভু, কৃপা করে আপনার যে দিব্য তনু আমায় প্রদর্শন করেছেন, যা কেবল আপনার শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যই প্রকটিত হয়ে থাকে, আপনার সেই দিব্য স্বরূপ-শক্তির পরিমাপ করতে আমি পারি না বা অন্য কেউ পারে না। যদিও আমার মন সম্পূর্ণভাবে জড় বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েছে, তবুও আমি আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ। তা হলে যে সুখ আপনি আপনার মধ্যে অনুভব করেন, তা আমি কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হব?

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এই শ্লোকটিতে তাঁর যে স্তুতিপূর্ণ ভাব ব্যক্ত করেছিলেন, *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ তা বর্ণনা করে বলেছেন—"ভক্তদের কল্যাণের জন্যই আপনি গোপশিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং যদিও আমি আপনার গাভী, গোবৎস ও সখাদের চুরি করে আপনার শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেছি, তবুও আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি যে, আপনি এখন আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করছেন। সেটিই আপনার অপ্রাকৃত গুণ; আপনার ভক্তদের প্রতি আপনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। তবুও আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকা সত্ত্বেও, আপনার দৈহিক কার্যকলাপের শক্তি আমি পরিমাপ করতে পারি না। তখন বুঝতে হবে যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমি ব্রহ্মা হয়েও যখন পরমেশ্বর ভগবানের শিশুর মতো দেহের শক্তি নিরূপণ করতে পারি না, তখন অন্যদের কথা আর কি বলার

আছে? আর আমি যদি আপনার শিশুরূপের চিন্ময় শক্তির মূল্যনিরূপণ করতে না পারি, তা হলে আপনার অপ্রাকৃত লীলাসমূহই বা আমি কিভাবে বুঝতে পারব? তাই *ভগবদ্গীতায়* যেমন বলা হয়েছে যে, যিনি অতি অল্প পরিমাণেও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব আদি দিব্য লীলাসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তিনি এই জড় দেহ পরিত্যাগ করার পর তৎক্ষণাৎ ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। *বেদেও* এই উক্তি সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং সুনিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে—পরমেশ্বর ভগবানকে জানার মাধ্যমে আমরা পুনঃপুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারি। তাই আমি সকলকে সুপরামর্শ দিচ্ছি যে, তারা যেন কখনও মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে আপনাকে জানার চেষ্টা না করে।"

ব্রহ্মা যখন পরমেশ্বর ভগবানের পরম স্বরূপকে অবজ্ঞা করেছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর দিব্য শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে মোহিত করেন। তারপর তাঁর ভক্ত ব্রহ্মা বিনয়াবনত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর আত্মস্বরূপ দর্শন করান।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ভগবান কৃষ্ণের চিন্ময় দেহ তাঁর বিষ্ণুতত্ত্ব নামক অংশ-প্রকাশের মাধ্যমেও ক্রিয়াশীল থাকতে সক্ষম। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩২) স্বয়ং ব্রহ্মা যেমন বলেছেন—*অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি।* এই শ্লোকে বলা হয়েছে—ভগবান যে কেবলমাত্র তাঁর যে কোন অঙ্গ দিয়ে যে কোন দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারেন তা-ই নয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর বিষ্ণুতত্ত্ব বা যে কোন জীবের চোখ দিয়েও দর্শন করতে পারেন এবং তেমনভাবেই যে কোন বিষ্ণু বা জীবতত্ত্বের কান দিয়ে শ্রবণ করতে পারেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, যদিও ভগবান তাঁর যে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে কোন কাজই করতে পারেন, কিন্তু তাঁর অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলায় তিনি সাধারণত তাঁর চোখ দিয়েই দর্শন করেন, তাঁর হাত দিয়েই স্পর্শ করেন, তাঁর কান দিয়েই শ্রবণ করেন ইত্যাদি। এভাবেই তিনি পরম সুন্দর ও মনোহর গোপশিশুটির মতো আচরণ করেন।

ব্রহ্মার থেকেই বৈদিক জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম শ্লোকে *আদিকবি* অর্থাৎ প্রথম বেদজ্ঞ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবুও শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শরীরকে ব্রহ্মা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, কারণ সেটি সাধারণ বৈদিক জ্ঞানের আয়ত্তের অতীত। ভগবানের সমস্ত অপ্রাকৃত রূপের মধ্যে দ্বিভুজ গোবিন্দ বা কৃষ্ণরূপ হচ্ছেন মূল এবং পরম। তাই ভগবানের বিষ্ণুতত্ত্বের কার্যাবলীর তুলনায় শ্রীগোবিন্দের মাখনচুরি, গোপীদের স্তনপান, গোবৎসদের যত্ন নেওয়া, তাঁর বাঁশি বাজানো এবং শৈশব ক্রীড়াদি লীলাসমূহ অসাধারণ।

শ্লোক ৩

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্ ।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানে—জ্ঞানের; **প্রয়াসম্**—প্রয়াস; **উদপাস্য**—সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে; **নমন্তঃ**—প্রণতি নিবেদন করে; **এব**—কেবলমাত্র; **জীবন্তি**—জীবন ধারণ করে; **সৎ-মুখরিতাম্**—সাধুগণ দ্বারা কীর্তিত; **ভবদীয়বার্তাম্**—আপনার সম্বন্ধীয় কথা; **স্থানে**—তাদের জড়জাগতিক অবস্থানে; **স্থিতাঃ**—স্থিত হয়ে; **শ্রুতিগতাম্**—শ্রবণের দ্বারা প্রাপ্ত; **তনু**—শরীর; **বাক্**—বাক্য; **মনোভিঃ**—এবং মনের দ্বারা; **যে**—যাঁরা; **প্রায়শঃ**—প্রায়ই; **অজিত**—হে অজেয়; **জিতঃ**—জিত; **অপি**—সত্ত্বেও; **অসি**—আপনি হন; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **ত্রি-লোক্যাম্**—ত্রিলোকের মধ্যে।

অনুবাদ

মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের প্রয়াস সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ সামাজিক পদে স্থিত হয়ে, কায়-মন-বাক্যে শ্রদ্ধা সহকারে আপনার লীলাকথা শ্রবণ করেন এবং আপনি ও আপনার শুদ্ধ ভক্তদের মুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করে জীবন ধারণ করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে আপনাকে জয় করেন, যদিও ত্রিলোকের মধ্যে কেউই আপনাকে জয় করতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে *উদপাস্য* শব্দটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে পরম-তত্ত্বকে জানার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করা কারও উচিত নয়, কারণ তা নিশ্চিতভাবে মানুষকে ত্রুটিপূর্ণ নির্বিশেষ ভগবৎ-উপলব্ধির দিকে চালিত করে। *জীবন্তি* শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিনিয়ত যে ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করেন, এমন কি তিনি যদি তাঁর জীবন ধারণের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না করতে পারেন আর শুধুই ভগবদবিষয়াদি শ্রবণ করেন, তাহলে তিনি ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *তনুবাঙ্মনোভিঃ* ('কায়, বাক্য ও মন দ্বারা') শব্দগুলিকে তিনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভক্তদের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, কায়মনোবাক্যে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে জয় করতে পারেন। এভাবেই কৃষ্ণভাবনামৃতে শুদ্ধ হবার ফলে তাঁরা তাঁদের হাত দিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করতে পারেন, আগমনের জন্য

তাঁদের বাক্যের মাধ্যমে তাঁকে আহ্বান করতে পারেন এবং তাঁকে চিন্তা করার মাধ্যমে হৃদয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারেন।

অভক্তদের পরিপ্রেক্ষিতে *তনুবাঙ্মনোভিঃ* শব্দগুলি *অজিত অর্থাৎ* 'অজেয়' কথাটিকে উল্লেখ করে এবং ইঙ্গিত করে যে, যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত নয়, তাদের দেহবল, বাক্যবল ও মনোবল কোনওটির দ্বারাই তারা পরম-তত্ত্বকে জয় করতে পারে না। তাদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পরমতত্ত্ব তাদের কাছে অধরাই থেকে যায়।

জিতঃ অর্থাৎ 'জয়' কথাটির পরিপ্রেক্ষিতে *তনুবাঙ্মনোভিঃ* শব্দগুলি এই অর্থ নির্দেশ করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তরা ভগবানের কায়, মন ও বাক্য জয় করে নেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কায় জয় করা হয়, কারণ তিনি সর্বদাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের পক্ষ অবলম্বন করেন; শ্রীকৃষ্ণের বাক্য জয় করা হয়, কারণ তিনি সর্বদা তাঁর ভক্তদের মহিমা কীর্তন করেন; এবং শ্রীকৃষ্ণের মন জয় করা হয়, কারণ তিনি সব সময়ই তাঁর প্রেমিক ভক্তদের কথা চিন্তা করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *তনুবাঙ্মনোভিঃ* শব্দগুলিকে *নমন্তঃ* (প্রণতি নিবেদন) কথাটির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলছেন যে, ভক্তরা কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত ঘটনাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে, সেই সমস্ত প্রসঙ্গের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। ভগবৎ-বিষয়ের প্রতি প্রণতি নিবেদনের সময় হাত ও মাথা দিয়ে ভূমি স্পর্শ করার মাধ্যমে তাঁর শরীরকে নিযুক্ত করা উচিত; *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো অপ্রাকৃত সাহিত্য, সেই সঙ্গে যাঁরা এই ধরনের সাহিত্য প্রচার করেন, সেই সমস্ত ভক্তদের জয়গান করে তাঁর বাক্যকে নিযুক্ত করা উচিত; এবং ভগবানের অপ্রাকৃত কথা শ্রবণের সময় শ্রদ্ধা নিবেদন ও আনন্দ অনুভবের মাধ্যমে তাঁর মনকে নিযুক্ত করা উচিত। এভাবেই যে ঐকান্তিক ভক্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অল্প পরিমাণেও দিব্যজ্ঞান অর্জন করেছেন, তিনি তাঁকে জয় করতে পারেন এবং এভাবেই ভগবানের কাছে নিত্য জীবনের জন্য তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৪

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৪ ॥

শ্রেয়ঃ—পরম মঙ্গলের; **সৃতিম্**—পথ; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **উদস্য**—পরিত্যাগ করে; **তে**—তারা; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান প্রভু; **ক্লিশ্যন্তি**—ক্লেশ স্বীকার করে; **যে**—যে; **কেবল**—কেবলমাত্র; **বোধ**—জ্ঞান; **লব্ধয়ে**—অর্জনের জন্য; **তেষাম্**—তাদের জন্য; **অসৌ**—এই; **ক্লেশলঃ**—ক্লেশ; **এব**—কেবলমাত্র; **শিষ্যতে**—অবশিষ্ট থাকে; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **যথা**—যেমন; **স্থূল-তুষ**—শূন্য তুষ; **অবঘাতিনাম্**—যারা আঘাত করছে তাদের জন্য।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার প্রতি ভক্তিই আত্ম-উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ পথ। যদি কেউ সেই পন্থা পরিত্যাগ করে মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের অনুশীলনে যুক্ত হয়, সে কেবল ক্লেশকর পন্থাই স্বীকার করে এবং তার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারে না। শূন্য তুষে প্রহার করে কেউ যেমন শস্য লাভ করতে পারে না, তেমনই জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধি লাভ হয় না। সে একমাত্র ক্লেশই লাভ করে।

তাৎপর্য

পরমপুরুষের প্রেমময়ী সেবাই প্রতিটি জীবের নিত্য ও স্বাভাবিক বৃত্তি। যদি কোনও ব্যক্তি তার নিজের স্বাভাবিক বৃত্তি ত্যাগ করে তার পরিবর্তে জল্পনা-কল্পনামূলক নির্বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে তথাকথিত আত্ম-উপলব্ধির অনুসন্ধান করে, পরিণামে কৃত্রিম পন্থা অনুসরণের ফলস্বরূপ সে ক্লেশ ও উদ্বেগই লাভ করে থাকে। শস্যদানাটি যে তুষ থেকে আগে থেকেই বের করে নেওয়া হয়েছে তা না জেনে, কোন মূর্খ হয়ত শূন্য তুষকে প্রহার করতে পারে। তেমনই সেই মানুষ মূর্খ, যে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ না করে বার বার তার মনকে জ্ঞানের সন্ধানে ঠেলে দেয়, কারণ শস্যদানাই যেমন সামগ্রিক কৃষি-শ্রমের মূল লক্ষ্য, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানই জ্ঞানের মূল লক্ষ্যস্বরূপ। বাস্তবিকই, বৈদিক জ্ঞান হোক অথবা জড় বিজ্ঞানই হোক, প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত তা ঠিক অসার এবং অব্যবহার্য গমের তুষের মতো।

কেউ যুক্তি-তর্ক করতে পারে যে, যোগাভ্যাস কিম্বা নির্বিশেষ জ্ঞানের অনুশীলনের ফলে প্রতিপত্তি, সম্পদ, যোগবল, এমন কি নির্বিশেষ মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু তথাকথিত এই লাভগুলি প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন, কারণ তা জীবকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্বরূপগত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করে না। অতএব এই ফলাফলগুলি জীব-প্রকৃতির মৌলিক স্বধর্মের পক্ষে অনাবশ্যক হবার ফলে তা অস্থায়ী। যেমন *নৃসিংহ পুরাণে* বলা হয়েছে, *পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু/ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্ত্যৈ কিমর্থং*

ক্রিয়তে প্রযত্নঃ—"যেহেতু আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবানকে সহজলভ্য পত্র, পুষ্প, ফল ও জল নিবেদনের মাধ্যমে অনায়াসেই লাভ করা যায়, তা হলে অন্যভাবে মুক্তির প্রয়াস করার আর কী প্রয়োজন?"

ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ভগবৎ-ভক্তির পন্থাটি খুব সরল হলেও, অবাধ্য বদ্ধ জীবদের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সামনে সম্পূর্ণরূপে বিনম্র হওয়া এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবায় চব্বিশ ঘণ্টা নিজেদের নিমগ্ন করে রাখা অত্যন্ত দুরূহ। ভগবানকে অস্বীকারে সংকল্পবদ্ধ কলহপ্রিয় ভোগাকাঙ্ক্ষী বদ্ধ জীবের কাছে প্রেমময়ী সেবার ভাবটি অভিসম্পাতস্বরূপ। এই ধরনের অবাধ্য বদ্ধ জীবেরা যখন দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা, তপশ্চর্যা ও যোগের দাম্ভিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভগবানের কাছে আত্ম-নিবেদনের পন্থাটি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে, ভগবানের কঠিন বিধানে তারা জড়-জাগতিক স্তরে ফিরে আসে এবং এই তুচ্ছ জড় জগৎরূপ তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে প্রবলভাবে নিমজ্জিত হয়।

শ্লোক ৫

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া ।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥ ৫ ॥

পুরা—পুরাকালে; **ইহ**—ইহলোকে; **ভূমন্**—হে সর্বশক্তিমান ভগবান; **বহবঃ**—অনেক; **অপি**—বস্তুত; **যোগিনঃ**—বহু যোগীপুরুষ; **ত্বৎ**—আপনাকে; **অর্পিত**—নিবেদন করে; **ঈহাঃ**—তাঁদের সকল প্রয়াস; **নিজকর্ম**—নিজ নিজ কর্ম; **লব্ধয়া**—যা অর্জিত হয়; **বিবুধ্য**—বুঝতে পেরে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **কথা-উপনীতয়া**—আপনার কথা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে অনুশীলন করেন; **প্রপেদিরে**—তাঁরা শরণাগতির দ্বারা প্রাপ্ত হন; **অঞ্জঃ**—সহজেই; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **তে**—আপনার; **গতিম্**—লক্ষ্য; **পরাম্**—পরম।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান প্রভু, পুরাকালে ইহলোকে বহু যোগীপুরুষ তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা আপনার প্রতি অর্পণ করে এবং বিশ্বস্তভাবে তাঁদের নিজ নিজ কর্ম পালন করে ভগবৎ-ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে অচ্যুত, এই প্রকার ভগবৎ-ভক্তির মাধ্যমে আপনার সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তনের পদ্ধতির দ্বারা পূর্ণতা অর্জন করে তাঁরা আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং অনায়াসে আপনার শরণাগত হয়ে আপনার পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

তথাপি ভূমন্মহিমাগুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥ ৬ ॥

তথা অপি—তা সত্ত্বেও; **ভূমন্**—হে অনন্ত; **মহিমা**—শক্তি; **অগুণস্য**—যাঁর জড় গুণাবলী নেই তাঁর; **তে**—আপনার; **বিবোদ্ধুম্**—হৃদয়ঙ্গম করতে; **অর্হতি**—যিনি সমর্থ; **অমল**—নির্মল; **অন্তঃ-আত্মভিঃ**—মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **অবিক্রিয়াৎ**—জাগতিক প্রভেদের উপর নির্ভরশীল নয়; **স্ব-অনুভবাৎ**—পরমাত্মার অনুভূতি দ্বারা; **অরূপতঃ**—জড় রূপের প্রতি আসক্তিরহিত; **হি**—বস্তুত; **অনন্যবোধ্য-আত্মতয়া**—যেন অন্য কোনও আলোক প্রদানকারীর সাহায্য ব্যতীত স্বতঃপ্রকাশিত; **ন**—না; **চ**—এবং; **অন্যথা**—নতুবা।

অনুবাদ

কিন্তু অভক্তগণ আপনার পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বরূপে আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তা সত্ত্বেও, হৃদয়ের অভ্যন্তরে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতির অনুশীলনের দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আপনার প্রকাশ তাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু জড়জাগতিক বিভেদের সমস্ত রকম ধারণা এবং জড় ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সমস্ত আসক্তি থেকে তাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধিকরণের দ্বারাই কেবল সেটি সম্ভব। কেবলমাত্র এভাবেই আপনার নির্বিশেষ রূপ তাদের কাছে স্বয়ং প্রকাশিত হবে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত অপ্রাকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/২/১১) প্রতিপন্ন হয়েছে যে—*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।* ভগবানের অপ্রাকৃত সত্তাকে নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতি, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং অবশেষে তাঁর নিত্যধামে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানরূপে ক্রমোন্নতি পর্যায়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত অস্তিত্ব জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। তাই এখানে ভগবানকে *অগুণস্য* অর্থাৎ জড় গুণরহিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যোগ অনুশীলন অথবা উচ্চতর দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারাও জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত এই অপ্রাকৃত সত্তাকে স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় অস্তিত্বের নির্বিশেষ ধারণারও অতীত ভগবানের নিজস্ব অনন্ত অপ্রাকৃত গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এই পন্থাগুলি ফলত অর্থহীন। কেবলমাত্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কৃপায় কিংবা সাক্ষাৎ ভগবৎ-সান্নিধ্যে যে কেউ ভগবানের সাকার রূপ হৃদয়ঙ্গম করার পন্থাটি শুরু করতে পারে—যে পন্থাটি তাকে জ্ঞানের চূড়ান্ত ও পরম পূর্ণতার স্তর শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতে পৌঁছে দেয়।

শ্লোক ৭

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য ।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ৭ ॥

গুণ-আত্মনঃ—সমস্ত পরম গুণ ধারণকারীর; **তে**—আপনি; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **গুণান্**—গুণসমূহ; **বিমাতুম্**—গণনা করতে; **হিত-অবতীর্ণস্য**—সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য যিনি অবতরণ করেছেন; **কে**—কে; **ঈশিরে**—সমর্থ; **অস্য**—ব্রহ্মাণ্ডের; **কালেন**—কালক্রমে; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **বিমিতাঃ**—গণনা করেছেন; **সু-কল্পৈঃ**—বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা; **ভূ-পাংশবঃ**—পৃথিবীর পরমাণুসমূহ; **খে**—আকাশে; **মিহিকাঃ**—হিমকণাসমূহ; **দ্যুভাসঃ**—গ্রহ-নক্ষত্রাদির রশ্মিকণা।

অনুবাদ

কালক্রমে বিজ্ঞ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণ হয়ত পৃথিবীর সমস্ত পরমাণুকণা, হিমকণা, এমন কি সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিটি রশ্মিকণা গণনা করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু জীবের মঙ্গলের জন্য যিনি জগতে অবতীর্ণ হন, সেই পরমেশ্বর ভগবান আপনার অনন্ত অপ্রাকৃত গুণাবলী গণনা করা এই সব বিজ্ঞ লোকেদের মধ্যে কার পক্ষে সম্ভব?

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *গুণাত্মা* অর্থাৎ 'সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আত্মা,' কারণ তিনি সেগুলিকে জীবন দান করেন। উদাহরণ-স্বরূপ, কেউ হয়ত বদান্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও কৃপা আদি গুণাবলী দুর্বোধ্যভাবে আলোচনা করতে পারে, কিন্তু একজন জীবন্ত ব্যক্তি যখন সেই সব গুণাবলী প্রদর্শন করেন, তখন সেগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু এই জড় জগতে অবতরণ করে সমস্ত দিব্য গুণাবলী স্বয়ং প্রদর্শন করেন এবং অন্যদের মধ্যে সেই গুণাবলী উদ্বুদ্ধ করে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, তাই তিনি গুণাত্মা। যে জীব

ভগবানের মধ্যে লব্ধ অপ্রাকৃত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করেন, তাঁর অপরিমেয় মঙ্গল সাধিত হয় এবং অবশেষে তিনি ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ধামে ফিরে যান, যেখানে সকল জীবই মুক্ত এবং সম্পূর্ণভাবে দিব্যভাব সমন্বিত।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী আরও বলছেন যে, প্রতিটি জীবের মঙ্গলের জন্য ভগবান এক-একটি নির্দিষ্ট দিব্যগুণ প্রকাশ করেন। যেহেতু জড় সৃষ্টির কারাগারগুলিতে অসংখ্য জীব রয়েছে, তাই ভগবান অনন্ত গুণাবলী প্রকাশ করেন। এভাবেই প্রতিটি বদ্ধ জীব একটি নির্দিষ্ট উপায়ে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে।

এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে, এমন কি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ যদি কোনও দিন পৃথিবীর ধূলিকণা, হিমকণা ও রশ্মিকণা গণনায় সমর্থ হন, তবুও তাঁরা ভগবানের অনন্ত গুণাবলী অবগত হতে ব্যর্থ হবেন। এই দৃষ্টান্তে পৃথিবী, হিম ও আলোক পর্যায়ক্রমে পরস্পরের থেকে সূক্ষ্মতর; অতএব বুঝতে হবে যে, কার্যত তাদের সংখ্যাতীত কণাগুলি গণনার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জটিলতা রয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, পৃথিবীর পরমাণু, এমন কি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অণুসমূহ গণনাকারী প্রভু সঙ্কর্ষণের মতো মহাপুরুষ সেই স্মরণাতীত কাল থেকে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে গেলেও, সেই মহিমার শেষসীমায় পৌঁছতে পারেননি।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাঁর বাল্যলীলায় গোপীদের মাখন চুরি করে, সখীদের সঙ্গে নৃত্য করে, অত্যন্ত প্রিয় সহচররূপে গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করে তাঁর পরম বিস্ময়কর গুণাবলী প্রদর্শন করেন। যদিও সেগুলি দেখতে সাধারণ মানুষের কার্যাবলীর মতো ছিল, কিন্তু অসংখ্য ও অপরিমেয় মধুর দিব্য গুণাবলীতে মূর্ত হয়ে ওঠা শ্রীকৃষ্ণের এই মহিমাময় লীলাসমূহ শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের প্রাণস্বরূপ।

শ্লোক ৮

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৮ ॥

তৎ—সুতরাং; **তে**—আপনার; **অনুকম্পাম্**—অনুকম্পা; **সুসমীক্ষমাণঃ**—আগ্রহভরে আশা করে; **ভুঞ্জানঃ**—সহ্য করে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মকৃতম্**—নিজ কৃত; **বিপাকম্**—কর্মফল; **হৃৎ**—হৃদয়; **বাক্**—বাক্য; **বপুর্ভিঃ**—এবং শরীর দ্বারা; **বিদধন্**—নিবেদন করে; **নমঃ**—প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **জীবেত**—জীবন যাপন করেন; **যঃ**—যিনি; **মুক্তিপদে**—মুক্তির পদে; **সঃ**—তিনি; **দায়ভাক্**—উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

অনুবাদ

যিনি আপনার অনুকম্পা লাভের আশায় তাঁর পূর্বকৃত মন্দ কর্মের ফল ধৈর্য সহকারে ভোগ করতে করতে তাঁর হৃদয়, বাক্য ও শরীরের দ্বারা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করে জীবন যাপন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের যোগ্য, কারণ তিনি উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর ভাষ্যে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, পিতার উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য বৈধ পুত্রকে যেমন শুধু জীবিত থাকতে হয়, তেমনই ভক্তিযোগের অবশ্য পালনীয় বিধিসমূহ অনুসরণ করে যিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতে জীবন ধারণ করেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভের যোগ্য হন। পক্ষান্তরে, তিনি ভগবৎ-ধামে উন্নীত হবেন।

সুসমীক্ষমাণ শব্দটির দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, পূর্বকৃত পাপকর্মের যন্ত্রণাময় ফল ভোগ করা সত্ত্বেও ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর কাছে পূর্ণরূপে শরণাগত ভক্তের পূর্বকৃত কর্মের ফল আর ভোগ করতে হয় না। তা সত্ত্বেও, ভক্ত যেহেতু তাঁর মনের মধ্যে পূর্বের পাপময় মানসিকতার অবশিষ্টাংশকে তখনও পোষণ করে রাখতে পারেন, তাই ভক্তের ভোগ স্পৃহার শেষ চিহ্নগুলিও সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ভগবান তাঁর ভক্তকে শাস্তি দান করেন, যা কখনও পাপকর্মের ফলভোগ বলে মনে হয়। ভগবানের সামগ্রিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভগবানকে বাদ দিয়ে জীবের উপভোগ করার প্রবণতাকে সংশোধন করা এবং তাই সেই পাপকর্ম উৎপাদনের মানসিকতাকে সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে পরিকল্পিত নির্দিষ্ট কোনও শাস্তি প্রদত্ত হয়ে থাকে। ভক্ত যদিও ভগবানের ভক্তিমূলক সেবায় আত্মনিবেদিত, তবুও যতক্ষণ না তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা অর্জন করছেন, ততক্ষণ এই জড় জগতের ভ্রান্ত সুখ ভোগের সামান্যতম আগ্রহও তাঁর মধ্যে থেকে যেতে পারে। তাই সেই অবশিষ্ট ভোগাকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটনের জন্য ভগবান এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করেন। ঐকান্তিক ভক্তদের যে দুঃখভোগ তা ন্যায্যত কখনও কর্মীদের কর্মফলের মতো নয়; বরং এই জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় নিয়ে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর ভক্তকে অনুপ্রাণিত করবার জন্য তা ভগবানের এক বিশেষ কৃপা।

ঐকান্তিক ভক্ত সাগ্রহে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই স্বেচ্ছায় ভগবানের কৃপাপূর্ণ শাস্তি স্বীকার করে নিয়েও তিনি কায়মনোবাক্যে

ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রণতি নিবেদনে অবিচলিত থাকেন। এই ধরনের প্রকৃত ভগবৎ-সেবক যিনি ভগবানের একান্ত সঙ্গ লাভের জন্য সমস্ত রকম ক্লেশকর অবস্থাকেও নামমাত্র মূল্য বিবেচনা করেন, তিনি অবশ্যই ভগবানের সুযোগ্য সন্তান, যা এখানে *দায়ভাক্* শব্দটির দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। নিজেকে অগ্নিতে রূপান্তরিত না করে কেউ যেমন সূর্যের কাছে যেতে পারেন না, তেমনই এক কঠোর শুদ্ধিকরণের পন্থা স্বীকার না করে, কেউই পরম পবিত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে পারেন না। সেটি যদিও কষ্টকর বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভগবানের স্বহস্তে প্রদত্ত আরোগ্যকর চিকিৎসা।

শ্লোক ৯

পশ্যেশ মেঽনার্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি ।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চিরগ্নৌ ॥ ৯ ॥

পশ্য—দেখুন; **ঈশ**—হে প্রভু; **মে**—আমার; **অনার্যম্**—ঘৃণ্য আচরণ; **অনন্তে**—অনন্ত; **আদ্যে**—আদিপুরুষ; **পরাত্মনি**—পরমাত্মা; **ত্বয়ি**—আপনার প্রতি; **অপি**—এমন কি; **মায়িমায়িনি**—মায়াবীগণেরও মোহজনক; **মায়াম্**—(আমার) মায়াশক্তি; **বিতত্য**—বিস্তার করে; **ঈক্ষিতুম্**—দর্শন করতে; **আত্ম**—আপনার; **বৈভবম্**—ক্ষমতা; **হি**—বস্তুত; **অহম্**—আমি; **কিয়ান্**—কতখানি; **ঐচ্ছম্**—আমি অভিলাষী হয়েছিলাম; **ইব**—ঠিক যেমন; **অর্চিঃ**—একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ; **অগ্নৌ**—সমস্ত অগ্নির তুলনায়।

অনুবাদ

হে প্রভু, আমার অসামাজিক ধৃষ্টতা দেখুন! কারণ আমি মায়াবীগণেরও মোহজনক অনন্ত এবং আদিপুরুষ পরমাত্মারূপী আপনার প্রতি নিজ মায়া বিস্তার করে আপনার ক্ষমতা দর্শনে অভিলাষী হয়েছিলাম। অগ্নি থেকে উদ্ভূত স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির উপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম, আপনার থেকে উদ্ভূত আমিও তেমন আপনার উপর প্রভাব বিস্তারে কিছুমাত্র সমর্থ নই।

তাৎপর্য

অগ্নিকুণ্ড অনেক স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করে, যা অগ্নির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। প্রকৃতপক্ষে, যদি কোনও একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মূল অগ্নিকে দগ্ধ করার চেষ্টা করে, তবে সেই প্রচেষ্টা কেবলমাত্র হাস্যকর হবে। তেমনই, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মাও ভগবানের শক্তির এক অকিঞ্চিৎকর স্ফুলিঙ্গ মাত্র। তাই পরমেশ্বর ভগবানকে ব্রহ্মার মোহিত করার প্রয়াস অবশ্যই হাস্যকর ছিল।

ব্রহ্মা এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে *ঈশ* বলে সম্বোধন করেছেন, যা ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে কেবলমাত্র সকলেরই পরম প্রভু তাই নয়, বিশেষত তিনি ব্রহ্মারও প্রভু, যিনি ভগবানের তত্ত্বাবধানে প্রত্যক্ষভাবে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং যিনি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নিজ শরীর থেকে সরাসরিভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করার ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রচেষ্টার জন্য ব্রহ্মা লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তাই ভগবানের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁর দ্বারা শাস্তি অথবা ক্ষমা পেতে তিনি সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁর ভক্তরা যখন অনুচিত কাজ করে, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি কৃপা করে তাদের শাস্তি না দেন, তা হলে তাদের মূঢ়তা কেবল বৃদ্ধি পাবে এবং তা ধীরে ধীরে তাদের ভক্তিভাবকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তাই ভগবান কৃষ্ণ কৃপা করে তাঁর ভক্তদের নিয়মানুবর্তী করে রাখেন এবং ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবার ক্রমোন্নতির পথে তাদের প্রতিপালন করেন।

শ্লোক ১০

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥ ১০ ॥

অতঃ—অতএব; **ক্ষমস্ব**—দয়া করে মার্জনা করুন; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **মে**—আমাকে; **রজোভুবঃ**—যিনি রজোগুণে জন্মগ্রহণ করেছেন; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **অজানতঃ**—অজ্ঞানতাবশত; **ত্বৎ**—আপনার থেকে; **পৃথক্**—ভিন্ন; **ঈশ**—একজন নিয়ন্তা; **মানিনঃ**—নিজেকে অভিমান করে; **অজ**—অজাত স্রষ্টা; **অবলেপ**—আচ্ছাদিত; **অন্ধতমঃ**—এরূপ অজ্ঞতার অন্ধকারে; **অন্ধ**—অন্ধ; **চক্ষুষঃ**—আমার চোখ; **এষঃ**—এই ব্যক্তি; **অনুকম্প্যঃ**—অনুকম্পার পাত্র; **ময়ি**—আমাকে; **নাথবান্**—আমার প্রভুর অধীন; **ইতি**—এইরূপ মনে করে।

অনুবাদ

অতএব, হে অচ্যুত, দয়া করে আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি রজোগুণে জন্মগ্রহণ করেছি, তাই স্বভাবতই আমি অজ্ঞ, কারণ আমি নিজেকে আপনার থেকে একজন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা বলে অভিমান করেছি। আমার চক্ষু অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছাদিত, যা আমাকে জগতের অজাত স্রষ্টা বলে মনে করায়। কিন্তু দয়া করে বিবেচনা করুন যে, আমি আপনার ভৃত্য এবং তাই আপনার অনুকম্পার পাত্র।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর ভাষ্যে বিশ্লেষণ করেছেন যে, ব্রহ্মা ভগবানের কাছে এই যুক্তি উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন—"হে প্রভু, যেহেতু আমি অত্যন্ত অন্যায়ভাবে কার্য করেছি, তাই আমি অবশ্যই শাস্তি পাবার যোগ্য। পক্ষান্তরে, যেহেতু আমি অত্যন্ত অজ্ঞ, তাই আমাকে নির্বোধ বিবেচনা করে আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন। তাই যদিও আমি শাস্তি ও ক্ষমা উভয়েরই যোগ্য, কিন্তু এই ব্যাপারে বিনীতভাবে আমি আপনার সহিষ্ণুতা ভিক্ষা চাইছি এবং কেবলমাত্র আমাকে ক্ষমা করে আপনার কৃপা প্রদর্শন করুন।"

নাথবান্ ইতি শব্দ দুটির দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা বিনীতভাবে ভগবান কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, যতই হোক তিনি ব্রহ্মার পিতা ও প্রভু, তাই তাঁর বিনীত ভৃত্যের এই দুর্ভাগ্যজনক মাত্রাজ্ঞানহীনতা তিনি যেন ক্ষমা করেন। তা সে ব্রহ্মাই হোক অথবা একটি নগণ্য পিপীলিকাই হোক, প্রতিটি বদ্ধ জীবই জড় জগতের সঙ্গে নিজেকে বৃথাই একাত্মবোধ করে এবং এভাবেই সে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়। ব্রহ্মাও এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারূপে তাঁর প্রতিপত্তি-সম্পন্ন পদের জন্য নিজেকে এই জগতের ঈশ্বর বলে পরিচয় দানে যত্নবান হন এবং এভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের এক নগণ্য ভৃত্যরূপে তাঁর পদ তিনি কখনও কখনও বিস্মৃত হতেন। এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এই মিথ্যা একাত্মবোধ সংশোধিত হচ্ছে এবং ভগবানের নিত্য দাসরূপে ব্রহ্মা তাঁর স্বরূপ স্মরণ করছেন।

শ্লোক ১১

ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ১১ ॥

ক্ব—কোথায়; **অহম্**—আমি; **তমঃ**—জড়া প্রকৃতি; **মহৎ**—মহৎ-তত্ত্ব; **অহম্**—অহঙ্কার; **খ**—আকাশ; **চর**—বায়ু; **অগ্নি**—অগ্নি; **বাঃ**—জল; **ভূ**—ভূমি; **সংবেষ্টিত**—পরিবেষ্টিত; **অণ্ড-ঘট**—ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘট; **সপ্তবিতস্তি**—সাত বিঘত; **কায়ঃ**—শরীর; **ক্ব**—কোথায়; **ঈদৃক্**—এই; **বিধা**—রকম; **অবিগণিত**—অগণিত; **অণ্ড**—ব্রহ্মাণ্ড; **পরাণু**—পারমাণবিক ধূলিকণার মতো; **চর্যা**—বিচরণশীল; **বাতাধ্ব**—গবাক্ষপথ; **রোম**—দেহের রোম; **বিবরস্য**—কূপের; **চ**—ও; **তে**—আপনার; **মহিত্বম্**—মহিমা।

অনুবাদ

প্রকৃতি, মহৎ-তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘটের মধ্যবর্তী আমার নিজ হাতের সাত বিঘত পরিমিত শরীরধারী আমিই বা কোথায়, আর যাঁর রোমকূপরূপ গবাক্ষপথে এমন অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণশীল, সেই আপনার মহিমাই বা কোথায়!

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৭২ শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—"শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস ও গোপসখাদের হরণ করে ব্রহ্মা ফিরে এসে যখন দেখলেন গোবৎস ও গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তখনও পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন তিনি তাঁর পরাজয়ে এই স্তবটি নিবেদন করেছিলেন। কোনও বদ্ধ জীব—ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক ব্রহ্মার মতো মহান হলেও পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর কোন তুলনাই হয় না, কারণ তাঁর দেহের লোমকূপ থেকে নির্গত কেবলমাত্র চিন্ময় রশ্মি দ্বারা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তিনি সৃষ্টি করতে পারেন। ভগবানের তুলনায় আমাদের নগণ্যতা সম্বন্ধে ব্রহ্মার উক্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জড় জাগতিক বৈজ্ঞানিকদের উচিত। যারা মিথ্যা ক্ষমতার গর্বে গর্বিত, ব্রহ্মার এই প্রার্থনা থেকে তাদের অনেক কিছু জানবার আছে।

লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের বিষয়ে আরও বলেছেন—"ব্রহ্মা তাঁর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন। নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম শিক্ষক এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম আদি পরিপূর্ণ জড় উপাদান সমন্বিত জড়া প্রকৃতির পরিচালক। এই প্রকার ব্রহ্মাণ্ড বিশাল হতে পারে, কিন্তু সাত বিঘত পরিমাণ আমাদের দেহকে যেমন আমরা মাপতে পারি, তেমনই এই ব্রহ্মাণ্ডকে মাপা যায়। সাধারণত, প্রত্যেকের নিজের দৈহিক পরিমাপ তার হাতের মাপে সাত বিঘত। এই বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডটিকে একটি বিরাট শরীর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সেটি ব্রহ্মার কাছে তাঁর হাতের সাত বিঘত পরিমাণ ছাড়া কিছুই নয়।"

এই ব্রহ্মাণ্ডটি ছাড়া, এই বিশেষ ব্রহ্মার এলাকার বাইরে অন্যান্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। অসংখ্য আণবিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণা যেমন জাল-লাগানো জানালার ছিদ্রগুলি দিয়ে ভেসে বেড়ায়, তেমনই বীজরূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণুর রোমকূপ থেকে বেরিয়ে আসছে এবং সেই মহাবিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ। এইসব পরিবেশ থেকেই বুঝতে পারি যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হলেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান থাকতে তাঁর উপযোগিতা কিসের?

শ্লোক ১২

উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে ।
কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ ॥ ১২ ॥

উৎপেক্ষণম্—পদাঘাতে নিক্ষেপ করে; **গর্ভগতস্য**—গর্ভস্থিত সন্তানের; **পাদয়োঃ**—পদযুগলের; **কিম্**—কি; **কল্পতে**—গণ্য করেন; **মাতুঃ**—মাতা; **অধোক্ষজ**—হে জড়াতীত ভগবান; **আগসে**—অপরাধরূপে; **কিম্**—কি; **অস্তি**—এর অস্তিত্ব আছে; **নাস্তি**—এর অস্তিত্ব নেই; **ব্যপদেশ**—উপাধিগুলির দ্বারা; **ভূষিতম্**—ভূষিত; **তব**—আপনার; **অস্তি**—আছে; **কুক্ষেঃ**—উদরের; **কিয়ৎ**—কিঞ্চিৎ; **অপি**—এমন কি; **অনন্তঃ**—বাইরে।

অনুবাদ

হে অধোক্ষজ ভগবান, গর্ভস্থিত সন্তান যখন তার পা দুটি উর্ধ্বে নিক্ষেপ করে, জননী তা অপরাধরূপে গণ্য করেন কি? আর এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে কি—যা বিভিন্ন দার্শনিকদের দ্বারা সত্য বা মিথ্যারূপে ভূষিত হলেও—যা প্রকৃতপক্ষে আপনার উদরের বাইরে রয়েছে?

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোক বিষয়ে তাঁর ভাষ্যে বলেছেন—"তাই ব্রহ্মা নিজেকে জননীর গর্ভস্থিত একটি ক্ষুদ্র শিশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। গর্ভের মধ্যে শিশু যখন হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করে, তখন যদি তার হাত-পাগুলি জননীর শরীর স্পর্শ করে, তাতে কি জননী ক্ষুব্ধ হন? অবশ্যই হন না। তেমনই, ব্রহ্মা এক মহান পুরুষ হতে পারেন, তবুও কেবল ব্রহ্মাই নন, অস্তিত্বশীল সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের গর্ভের মধ্যে বিরাজিত। ভগবানের শক্তি সর্বব্যাপক; সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তাঁর শক্তি কার্যকর নেই। সব কিছুই ভগবানের শক্তির মাঝে বিরাজমান, তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা অথবা অন্যান্য অনন্তকোটি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিকে আশ্রয় করে বিরাজমান। তাই ভগবানকে জননীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং জননীর গর্ভে আশ্রিত সকলকেই তাঁর শিশুসন্তান বলে বিবেচনা করা হয়েছে। আর শিশু যদি কোনও সময় তার পা ছুঁড়ে তার জননীর দেহ স্পর্শও করে, তাতে জননী কখনও শিশুর প্রতি ক্ষুব্ধ হন না।"

শ্লোক ১৩

জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা
কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি ॥ ১৩ ॥

জগত্রয়—ত্রিলোকের; **অন্ত**—প্রলয়কালে; **উদধি**—সমস্ত সাগরের; **সংপ্লব**—সম্পূর্ণ প্লাবিত; **উদে**—জলে; **নারায়ণস্য**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের; **উদর**—উদর থেকে উদ্ভূত; **নাভি**—নাভি; **নালাৎ**—পদ্মনাল থেকে; **বিনির্গতঃ**—প্রকাশিত হয়; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **তু**—বস্তুত; **ইতি**—এই; **বাক্**—কথাগুলি; **ন**—নয়; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **মৃষা**—মিথ্যা; **কিন্তু**—এভাবে; **ঈশ্বর**—হে ভগবান; **ত্বৎ**—আপনার থেকে; **ন**—নই; **বিনির্গতঃ**—বিশেষভাবে প্রকাশিত; **অস্মি**—আমি কি।

অনুবাদ

হে ভগবান, কথিত আছে যে, প্রলয়কালে যখন ত্রিলোক জলে নিমগ্ন হয়েছিল, তখন আপনার অংশ নারায়ণ সেই জলে শয়ন করেন, ধীরে ধীরে তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হয় এবং সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়। এই কথাগুলি নিশ্চয় মিথ্যা নয়। তাই আপনার থেকেই আমি উদ্ভূত নই কি?

তাৎপর্য

যদিও প্রত্যেক জীবই ভগবানের সন্তান, কিন্তু ব্রহ্মা এখানে এক বিশেষ দাবি করছেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের নাভি থেকে প্রকাশিত এক পদ্মফুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অন্তিমে, সকল জীবই সমভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত শরীরের অংশ। কিন্তু জগতের সৃষ্টি সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্য ভগবানের সঙ্গে ব্রহ্মার এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। তাই ভগবানের বিশেষ কৃপা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তিনি এখানে *বিনির্গত* শব্দটির প্রথমে *বি* উপসর্গ ব্যবহার করছেন। ব্রহ্মাকে *অজ* বলা হয়, কারণ কোনও জননীর থেকে তাঁর জন্ম হয়নি, বরং সরাসরি ভগবানের দেহ থেকে তিনি প্রকাশিত হন। যেমন *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, "স্বভাবতই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্রহ্মার জননী নারায়ণ।" এই সকল কারণে ব্রহ্মা তাঁর অপরাধের জন্য বিশেষ ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

শ্লোক ১৪

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।

নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৪ ॥

নারায়ণঃ—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ; **ত্বম্**—আপনি; **ন**—না; **হি**—কি না; **সর্ব**—সকলের; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীব; **আত্মা**—পরমাত্মা; **অসি**—আপনি হন; **অধীশ**—হে পরম নিয়ন্তা; **অখিল**—সমস্ত; **লোক**—গ্রহলোকের; **সাক্ষী**—সাক্ষী; **নারায়ণঃ**—ভগবান শ্রীনারায়ণ; **অঙ্গম্**—স্বাংশ; **নর**—পরমেশ্বর ভগবান থেকে; **ভূ**—উদ্ভূত; **জল**—জলের; **অয়নাৎ**—আশ্রয়স্থল হওয়ার জন্য; **তৎ**—সেই (সম্প্রসারণ); **চ**—এবং; **অপি**—বস্তুত; **সত্যম্**—সত্য; **ন**—না; **তব**—আপনার; **এব**—একেবারেই; **মায়া**—মায়িক শক্তি।

অনুবাদ

"হে পরম নিয়ন্তা, যেহেতু আপনি সকল দেহধারী জীবের আত্মা এবং সকল সৃষ্ট গ্রহলোকের নিত্য সাক্ষী, তাই আপনি কি মূল নারায়ণ নন? বাস্তবিকপক্ষে, ভগবান নারায়ণ হচ্ছেন আপনার সম্প্রসারণ এবং তাই তাঁকে বলা হয় নারায়ণ, যেহেতু তিনি ব্রহ্মাণ্ডের আদি জলের মূল উৎস। তিনি পরম সত্য, আপনার মায়াশক্তি জাত নয়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৩০ শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ যোগৈশ্বর্য প্রদর্শন করে ব্রহ্মাকে পরাজিত করার পর, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রার্থনা নিবেদন করার সময়ে ব্রহ্মা এই উক্তিটি করেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি গোপবালক রূপে লীলাবিলাসকারী পরম পুরুষোত্তম ভগবান কি না। ব্রহ্মা গোচারণভূমি থেকে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গাভীদের এবং গোপবালকদের অপহরণ করে নিয়ে যান, কিন্তু তিনি যখন গোচারণভূমিতে ফিরে আসেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, সমস্ত গোপবালক ও গাভীরা সেখানে ঠিক আগের মতোই বিরাজ করছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাদের সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের এই যোগৈশ্বর্য দর্শন করেন, তখন তিনি পরাজয় স্বীকার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছুর পরম অধীশ্বর, সকল গ্রহলোকের সাক্ষী এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপী পরম প্রিয় প্রভু বলে সম্বোধন করে তাঁর বন্দনা করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মার পিতা নারায়ণ, কারণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু গর্ভ-সমুদ্রে শয়ন করে তাঁর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ-সমুদ্রে শায়িত মহাবিষ্ণু এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুও এই পরমতত্ত্বের চিন্ময় প্রকাশ।"

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল সনাতন গোস্বামী ভগবানের মূল স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত অবতার বিষ্ণু বা নারায়ণের অংশ-প্রকাশ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার সারমর্ম এই যে, যদিও ব্রহ্মা ভগবান নারায়ণের থেকে জন্মেছিলেন, এখন ব্রহ্মা হৃদয়ঙ্গম করছেন যে, স্বয়ং নারায়ণই মূল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ মাত্র।

শ্লোক ১৫

তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ
কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব ।
কিং বা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব
কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি ॥ ১৫ ॥

তৎ—সেই; **চেৎ**—যদি; **জলস্থম্**—জলের উপরে অবস্থিত; **তব**—আপনার; **সৎ**—প্রকৃতই; **জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়স্বরূপ; **বপুঃ**—অপ্রাকৃত শরীর; **কিম্**—কেন; **মে**—আমার দ্বারা; **ন দৃষ্টম্**—দেখা গেল না; **ভগবন্**—হে ভগবান; **তদা এব**—ঠিক সেই সময়ে; **কিম্**—কেন; **বা**—অথবা; **সু-দৃষ্টম্**—সঠিকভাবে দর্শিত; **হৃদি**—হৃদয়ের মধ্যে; **মে**—আমার দ্বারা; **তদা এব**—ঠিক তখন; **কিম্**—কেন; **ন**—না; **উ**—অপরপক্ষে; **সপদি**—হঠাৎ; **এব**—বস্তুত; **পুনঃ**—আবার; **ব্যদর্শি**—দেখা গিয়েছিল।

অনুবাদ

হে ভগবান, সমগ্র জগতের আশ্রয়স্বরূপ আপনার অপ্রাকৃত শরীর প্রকৃতপক্ষে জলের উপর শায়িত থাকে, তা হলে আমি যখন অন্বেষণ করেছিলাম, তখন আপনাকে দর্শন করিনি কেন? আর যদিও-বা আমার হৃদয়ের মধ্যে আপনাকে সঠিকভাবে দর্শন করতে পারিনি, তখন কি আপনি নিজেকে হঠাৎ প্রকাশ করেছিলেন?

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এখানে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আদিতে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করছেন। যেমন *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে, একটি বিশাল পদ্মের উপরে ব্রহ্মার জন্ম হল, যার নালটি নারায়ণের নাভি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রহ্মা তাঁর অবস্থান, কার্য ও পরিচয় সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাই সব কিছু সঠিক জানার উদ্দেশ্যে সেই পদ্মনালের উৎস সন্ধানের প্রয়াস করেছিলেন। ভগবানকে খুঁজে না পেয়ে, সেই অদৃশ্য কিন্তু শ্রুতিগোচর ভগবানের অপ্রাকৃত কণ্ঠে

তপস্যার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে, তিনি তাঁর আসনে ফিরে এসে কঠোর তপস্যায় রত হলেন। দীর্ঘ তপস্যার পর ব্রহ্মা ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, কিন্তু আবার ভগবান দৃষ্টির অগোচর হয়ে যান। এভাবেই ব্রহ্মা সিদ্ধান্তে আসেন যে, ভগবানের অপ্রাকৃত শরীর জড়জাগতিক নয় বরং তা অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য সমন্বিত নিত্য চিন্ময় রূপ। পক্ষান্তরে, যোগেশ্বর ভগবানকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা ব্রহ্মার উচিত হয়নি।

শ্লোক ১৬

অত্রৈব মায়াধমনাবতারে
হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃ স্ফুটস্য ।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা
মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে ॥ ১৬ ॥

অত্র—এই; **এব**—বস্তুত; **মায়াধমন**—হে মায়া দমনকারী; **অবতারে**—অবতারে; **হি**—অবশ্যই; **অস্য**—এই; **প্রপঞ্চস্য**—মায়িক জগতের; **বহিঃ**—বাহ্যত; **স্ফুটস্য**—পরিদৃশ্যমান; **কৃৎস্নস্য**—সমগ্র; **চ**—এবং; **অন্তঃ**—মধ্যে; **জঠরে**—আপনার উদরে; **জনন্যা**—আপনার জননীকে; **মায়াত্বম্**—আপনার মোহিনী শক্তি; **এব**—বস্তুত; **প্রকটীকৃতম্**—প্রদর্শিত হয়েছে; **তে**—আপনার দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই অবতারে আপনি প্রমাণ করেছেন যে, আপনিই মায়ার অধীশ্বর। আপনি যদিও এখন এই জগতের মধ্যে রয়েছেন, তবুও সমগ্র বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিই আপনার অপ্রাকৃত শরীরের মধ্যে বিরাজমান—আপনার জননী যশোদাকে আপনার উদরের মধ্যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়ে এই সত্য আপনি প্রমাণ করেছেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এখানে ভগবানের অচিন্ত্য চিন্ময় শক্তি বর্ণনা করছেন। আমরা একটি গৃহের মধ্যে একটি ঘট পেতে পারি, কিন্তু সেই ঘটটির মধ্যেই গৃহটিকে পাওয়ার আশা আমরা কখনই করতে পারি না। কিন্তু ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রভাব এমনই যে, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেমন প্রকটিত হতে পারেন, তেমনই যুগপৎভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁর শরীরের মধ্যে প্রদর্শন করাতে পারেন। কেউ যুক্তি দেখাতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের উদরে মা যশোদা যে ব্রহ্মাণ্ডগুলি দর্শন করেছিলেন সেগুলি তাঁর শরীরের মধ্যে ছিল, তাই সেগুলি বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলি থেকে ভিন্ন ছিল। এখানে ব্রহ্মা সেই যুক্তি খণ্ডন করেছেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন

মায়াধমন অর্থাৎ মায়ার পরম নিয়ন্তা। ভগবানের নিজস্ব পরম যোগশক্তির দ্বারা তিনি স্বয়ং মায়াদেবীকেও মোহিত করতে পারেন এবং এভাবেই ভগবান প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে তাঁর শরীরের মধ্যে প্রদর্শন করিয়েছিলেন। এটি হচ্ছে *মায়াত্বম্* অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের পরম মোহিনী শক্তি।

শ্লোক ১৭

যস্য কুক্ষাবিদং সর্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা ।
তত্ত্বয্যপীহ তৎ সর্বং কিমিদং মায়য়া বিনা ॥ ১৭ ॥

যস্য—যাঁর; **কুক্ষৌ**—উদরের মধ্যে; **ইদম্**—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **সর্বম্**—সমস্ত; **সাত্মম্**—আপনি সহ; **ভাতি**—প্রকাশিত; **যথা**—যেমন; **তথা**—তেমনই; **তৎ**—সেই; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **অপি**—যদিও; **ইহ**—এখানে বাহ্যিকভাবে; **তৎ**—সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **সর্বম্**—সমগ্র; **কিম্**—কি; **ইদম্**—এই; **মায়য়া**—আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব; **বিনা**—ব্যতীত।

অনুবাদ

ঠিক যেমন আপনি সহ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার উদরের মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে, তেমনই এখানে বাহিরেও হুবহু সেই একই রূপ প্রকাশিত হয়েছে। আপনার অচিন্ত্য শক্তি ব্যতীত কিভাবে এরূপ ঘটনা সম্ভব হতে পারে?

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে এই শ্লোক সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "ব্রহ্মা এখানে গুরুত্বসহকারে বললেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে স্বীকার না করলে পরম বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না।"

শ্লোক ১৮

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিতম্
একোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি ।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতাস্
তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥ ১৮ ॥

অদ্য—আজ; **এব**—ঠিক; **ত্বৎ ঋতে**—আপনার থেকে ভিন্ন; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **কিম্**—কি; **মম**—আমাকে; **ন**—না; **তে**—আপনার দ্বারা; **মায়াত্বম্**—আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রকাশ; **আদর্শিতম্**—প্রদর্শিত; **একঃ**—একা; **অসি**—আপনি;

প্রথমম্—সর্বপ্রথমে; **ততঃ**—তারপর; **ব্রজসুহৃৎ**—বৃন্দাবনে আপনার গোপবালক সহচরবৃন্দ; **বৎসাঃ**—গোবৎসগণ; **সমস্তাঃ**—সমগ্র; **অপি**—এমন কি; **তাবন্তঃ**—সমান সংখ্যক; **অসি**—আপনি হলেন; **চতুর্ভুজঃ**—ভগবান বিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপ; **তৎ**—তারপর; **অখিলৈঃ**—সকলের দ্বারা; **সাকম্**—মিলিতভাবে; **ময়া**—নিজেকে; **উপাসিতাঃ**—আরাধিত হয়ে; **তাবন্তি**—সমসংখ্যকের; **এব**—ও; **জগন্তি**—ব্রহ্মাণ্ডগুলি; **অভূঃ**—আপনি হলেন; **তৎ**—তারপর; **অমিতম্**—অনন্ত; **ব্রহ্ম**—পরমতত্ত্ব; **অদ্বয়ম্**—অদ্বিতীয়; **শিষ্যতে**—আপনি এখন বিরাজ করছেন।

অনুবাদ

আপনি কি আজ আমাকে আপনার থেকে ভিন্ন এই সৃষ্টির অভ্যন্তরের সব কিছু যে আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রকাশ তা দর্শন করালেন না? প্রথমে আপনি একা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারপর আপনি বৃন্দাবনের সমস্ত গোবৎস ও আপনার সখা সমস্ত গোপবালক রূপে প্রকাশিত হলেন। তারপর আপনি আমার সঙ্গে নিখিল জীব দ্বারা আরাধিত সমসংখ্যক চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিরূপে আবির্ভূত হন এবং তার পরে সমসংখ্যক পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডরূপে আবির্ভূত হন। সর্বশেষে, এখন আপনি আপনার অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব স্বরূপে ফিরে এলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—অস্তিত্বশীল সমস্ত কিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রকাশ। তাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুই ভগবানের চিন্ময় সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপায় ব্রহ্মা স্বয়ং এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যে, সমস্ত অস্তিত্বই যেহেতু ভগবানের শক্তি, তাই সেই সবই তাঁর থেকে অভিন্ন।

শ্লোক ১৯

অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্ম-
ন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্ ।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান
ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ ॥ ১৯ ॥

অজানতাম্—অজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি; **ত্বৎ-পদবীম্**—আপনার অপ্রাকৃত পদের; **অনাত্মনি**—জড়া শক্তিতে; **আত্মা**—আপনি; **আত্মনা**—আপনার দ্বারা; **ভাসি**—আবির্ভূত হন; **বিতত্য**—বিস্তার করে; **মায়াম্**—আপনার অচিন্ত্য শক্তি; **সৃষ্টৌ**—

সৃষ্টির বিষয়ে; **ইব**—যেন; **অহম্**—আমি, ব্রহ্মা; **জগতঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **বিধানে**—পালনে; **ইব**—যেন; **ত্বম্ এষঃ**—আপনি; **অন্তে**—প্রলয়ে; **ইব**—যেন; **ত্রিনেত্রঃ**—শিব।

অনুবাদ

আপনার যথার্থ অপ্রাকৃত পদ সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি আপনার অচিন্ত্য শক্তির বিস্তাররূপে নিজেকে প্রকাশ করে জড় জগতের অংশরূপে আপনি আবির্ভূত হন। এভাবেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির জন্য আপনি আমার (ব্রহ্মার) ন্যায় আবির্ভূত হন, ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালনের জন্য আপনি আপনার (বিষ্ণুর) ন্যায় আবির্ভূত হন এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের জন্য আপনি ত্রিনেত্রের (শিবের) ন্যায় আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

নির্বিশেষ মায়াবাদী দার্শনিকেরা দেবতাদের মায়িক জ্ঞান করলেও, এখানে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেটিই বাস্তব। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এই জগতের অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন নিয়ন্তা। পরমতত্ত্ব এক পরম সুন্দর পুরুষ এবং তাই ভগবানের সৃষ্টির সর্বত্র আমরা সর্বদা তাঁর স্বকীয় যোগসূত্র অনুভব করে থাকি।

শ্লোক ২০

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি
তির্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য ।
জন্মাসতাং দুর্মদনিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ ॥ ২০ ॥

সুরেষু—দেবতাদের মধ্যে; **ঋষিষু**—মহান ঋষিদের মধ্যে; **ঈশ**—হে ভগবান; **তথা**—এবং; **এব**—বস্তুত; **নৃষু**—নরগণের মধ্যে; **অপি**—এবং; **তির্যক্ষু**—পশুগণের মধ্যে; **যাদঃসু**—জলচরের মধ্যে; **অপি**—ও; **তে**—আপনার; **অজনস্য**—যিনি কখনও পার্থিব জন্মগ্রহণ করেন না; **জন্ম**—জন্ম; **অসতাম্**—অসাধুগণের; **দুর্মদ**—মিথ্যা গর্ব; **নিগ্রহায়**—দমন করার জন্য; **প্রভো**—হে প্রভু; **বিধাতঃ**—হে স্রষ্টা; **সৎ**—সাধু ভক্তগণের প্রতি; **অনুগ্রহায়**—কৃপা প্রদর্শনের জন্য; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে পরম স্রষ্টা ও প্রভু, আপনার পার্থিব জন্ম নেই, তবুও অবিশ্বাসী অসুরগণের মিথ্যা গর্ব বিফল করতে এবং আপনার সাধু ভক্তগণের প্রতি কৃপা

প্রদর্শন করতে আপনি দেবতা, ঋষি, নর, পশু, এমন কি জলচরের মধ্যেও জন্মগ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদের মধ্যে বামনদেব রূপে, ঋষিদের মধ্যে পরশুরাম রূপে, মানুষদের মধ্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রূপে এবং পশুদের মধ্যে বরাহ অবতাররূপে আবির্ভূত হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জলচরের মধ্যে প্রকাণ্ড মৎস্যরূপে আবির্ভূত হন। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-প্রকাশ অসংখ্য। কেননা ভগবান নির্দয়ভাবে ভগবৎ-বিরোধীদের অহংকার চূর্ণ করার জন্য এই জগতে অবতরণ করে সাধু ভক্তদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন।

পক্ষান্তরে, ভগবান কখনই আবির্ভূত হন না, যেহেতু তিনি নিত্যকাল বিরাজমান। তাঁর অবতরণ ঠিক সূর্যের মতো, যা সর্বদা আকাশেই রয়েছে কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ান্তরে আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত হয়।

শ্লোক ২১

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্ ।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ২১ ॥

কঃ—কে; **বেত্তি**—জানে; **ভূমন্**—হে পরম মহান; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **পরাত্মন্**—হে পরম আত্মা; **যোগেশ্বর**—হে যোগশক্তির অধীশ্বর; **ঊতীঃ**—লীলাসমূহ; **ভবতঃ**—আপনার; **ত্রিলোক্যাম্**—ত্রিলোকে; **ক্ব**—কোথায়; **বা**—অথবা; **কথম্**—কিভাবে; **বা**—অথবা; **কতি**—কত প্রকার; **বা**—অথবা; **কদা**—কখন; **ইতি**—এভাবে; **বিস্তারয়ন্**—বিস্তার করে; **ক্রীড়সি**—আপনি খেলা করেন; **যোগমায়াম্**—আপনার চিন্ময় শক্তি।

অনুবাদ

হে পরম মহান! হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান। হে যোগেশ্বর পরমাত্মা! ত্রিলোকে অনবরত আপনার লীলা সংঘটিত হয়ে চলেছে, কিন্তু আপনার যোগমায়া বিস্তার করে আপনি কোথায়, কিভাবে ও কখন এই অসংখ্য লীলাসমূহ সম্পাদন করছেন তা কে গণনা করতে পারে? আপনার যোগমায়া কিভাবে কার্য করে তার রহস্য কেউই জানতে পারে না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা ইতিপূর্বে বলেছেন যে, ভগবান কৃষ্ণ দেবতা, মানুষ, পশু, মৎস্য ইত্যাদির মধ্যে অবতরণ করেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তাঁর অবতারগণের মাধ্যমে ভগবান অধঃপতিত হয়েছেন। ব্রহ্মা এখানে বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভগবানের যোগমায়ার দ্বারা সম্পাদিত কার্যাবলীর অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য কোনও বদ্ধ জীবই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যদিও ভগবান *ভূমন্*, অর্থাৎ পরম মহান, তবুও তিনি ভগবান, যিনি পরম সুন্দর ব্যক্তিত্বে তাঁর স্বীয় ধামে প্রেমলীলা প্রদর্শন করেন। সেই সঙ্গে তিনি সর্বব্যাপক পরমাত্মাও, যিনি বদ্ধ জীবদের সমস্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন ও অনুমোদন করেন। *যোগেশ্বর* শব্দটির মাধ্যমে ভগবানের বহুবিধ পরিচিতির বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যোগশক্তির অধীশ্বর এবং যদিও তিনি এক ও পরম, তবুও নিজের মহিমা ও ঐশ্বর্য তিনি বহু বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশিত করেন।

তাৎপর্যহীন এই জড় দেহকে যারা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় বলে মনে করে, সেই সব বিচার-বুদ্ধিহীন মানুষেরা এই ধরনের উন্নত পারমার্থিক বিষয়সমূহ কদাচিৎ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদের মতো এই সমস্ত বদ্ধ জীবেরা তাদের নিজেদের গর্বোদ্ধত বুদ্ধিমত্তাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করে। সহজেই প্রতারিত হয়ে জড় মায়ায় তাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের ফলে তারা প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং ভগবৎ-জ্ঞান থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

শ্লোক ২২

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্ ।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥ ২২ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ড; **অশেষম্**—সমগ্র; **অসৎ-স্বরূপম্**—অনিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যার অস্তিত্ব অসত্য; **স্বপ্নাভম্**—স্বপ্নবৎ; **অস্তধিষণম্**—যেখানে সচেতনতা আচ্ছাদিত হয়; **পুরু-দুঃখ-দুঃখম্**—বারংবার দুঃখকষ্টে পরিপূর্ণ; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **এব**—বস্তুত; **নিত্য**—নিত্য; **সুখ**—সুখ; **বোধ**—চেতন; **তনৌ**—স্বরূপে; **অনন্তে**—যিনি অন্তহীন; **মায়াতঃ**—মায়াশক্তি দ্বারা; **উদ্যৎ**—উদ্ভূত; **অপি**—তবুও; **যৎ**—যা; **সৎ**—সত্য; **ইব**—যেন; **অবভাতি**—প্রতীয়মান হয়।

অনুবাদ

সুতরাং স্বপ্নবৎ এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটি স্বভাবতই অনিত্য, তা সত্ত্বেও সত্যের মতো প্রতীয়মান হয় এবং এভাবেই সেটি জীবের চেতনা আচ্ছাদন করে এবং বারংবার দুঃখকষ্টের দ্বারা তাকে জর্জরিত করে। এই ব্রহ্মাণ্ডটি সত্য বলে মনে হয়, কারণ যাঁর অপ্রাকৃত স্বরূপগুলি নিত্য, আনন্দময় ও জ্ঞানময়, সেই আপনার থেকে উদ্ভূত মায়াশক্তির দ্বারা সেটি প্রকাশিত ।

তাৎপর্য

ভোগের বিষয় অথবা স্থায়ী আবাসরূপে বদ্ধ জীবের কাছে এই জড় জগৎ নিশ্চিতভাবে মায়া, স্বপ্নের চেয়ে বেশি কিছু নয়। কেউ সাদৃশ্য দেখিয়ে বলতে পারে যে, মরুভূমিতে পর্যাপ্ত জলের দর্শন স্বপ্নের চেয়ে বেশি কিছু নয়, যদিও প্রকৃত জলের অস্তিত্ব কোথাও না কোথাও রয়েছে। তেমনই, গৃহ, সুখ এবং জড় পদার্থের মধ্যে বাস্তবতা অবশ্যই মূর্খের স্বপ্নের থেকে বেশি কিছু নয়, যার ফলে বারংবার দুঃখকষ্টই উপস্থিত হয়।

কিন্তু অন্যভাবে, এই জগৎ সত্য। এই কথা শ্রীল মধ্বাচার্য তাঁর *বেদান্তসূত্রের* ভাষ্যে *সত্যং হি এবেদং বিশ্বমসৃজত*, "ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট এই জগৎ সত্য"—এই *বৈদিক শ্রুতিমন্ত্রের* উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রতিপন্ন করেছেন। এভাবেই যথার্থ বেদজ্ঞের দ্বারা এই জগৎ সত্যরূপে প্রমাণিত; তা সত্ত্বেও, যেহেতু আমাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত (যেমন *অন্তর্ধিষণম্* শব্দের দ্বারা এখানে নির্দেশ করা হয়েছে), তাই এই জগৎ ও তার স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবানকে আমরা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণের বিস্তাররূপে এই জগৎ সত্য এবং তাঁর সেবায় নিযুক্ত করা এর উদ্দেশ্য। যিনি ভগবানের ধামকে তাঁর গৃহ, স্বয়ং ভগবানকে প্রেমের বিষয় এবং এই জড় জগৎকে ভগবানের সেবার উপকরণ রূপে স্বীকার করেন, তিনি জড় এবং চিন্ময় যে জগতেই যান, নিত্য বাস্তবতার মধ্যে বিরাজ করেন।

শ্লোক ২৩

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥ ২৩ ॥

একঃ—এক; ত্বম্—আপনি; আত্মা—পরম আত্মা; পুরুষঃ—পরম পুরুষ; পুরাণঃ—পুরাতন; সত্যঃ—পরমতত্ত্ব; স্বয়ম্-জ্যোতিঃ—স্বয়ংপ্রকাশ; অনন্তঃ—অন্তহীন;

আদ্যঃ—আদি; **নিত্যঃ**—সনাতন; **অক্ষরঃ**—অবিনশ্বর; **অজস্র-সুখঃ**—যাঁর সুখ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে না; **নিরঞ্জনঃ**—কলুষহীন; **পূর্ণ**—সম্পূর্ণ; **অদ্বয়ঃ**—অদ্বিতীয়; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **উপাধিতঃ**—সমস্ত জড় উপাধি থেকে; **অমৃতঃ**—মৃত্যুহীন।

অনুবাদ

আপনি একমাত্র পরমাত্মা, আদি পরম পুরুষ, পরমতত্ত্ব—স্বয়ংপ্রকাশ, অনন্ত ও অনাদি। আপনি সনাতন ও অচ্যুত, শুদ্ধ ও পূর্ণ অদ্বিতীয় এবং সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্ত। আপনার আনন্দ কখনও বিঘ্নিত হতে পারে না এবং জড় কলুষের সঙ্গেও আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। বাস্তবিকপক্ষে, আপনি অক্ষয় অমৃতস্বরূপ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের বিভিন্ন শব্দসমূহ কিভাবে প্রমাণ করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শরীর জড় দেহের বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত, তা শ্রীল শ্রীধর স্বামী বিশ্লেষণ করেছেন। সমস্ত জড় দেহকেই ছয়টি পর্যায়ে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়—জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, বংশবৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পার্থিব জন্মগ্রহণ করেন না, কারণ এই শ্লোকে *আদ্য* অর্থাৎ *'আদি'* কথাটির দ্বারা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি মূল বাস্তব বস্তু। আমরা নির্দিষ্ট জড়জাগতিক পরিবেশে আমাদের পার্থিব জন্মগ্রহণ করে থাকি এবং জড় দেহগুলির মধ্যে নানা রকম জড় উপাদানের মিশ্রণ থাকে। যেহেতু জড় পরিবেশ বা উপাদান সৃষ্টির বহু আগে থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব ছিল, তাই তাঁর চিন্ময় শরীরের জন্য পার্থিব জন্মের কোন প্রশ্নই আসে না।

তেমনই, *পূর্ণ* শব্দটির অর্থ 'সম্পূর্ণ,' যা শ্রীকৃষ্ণ বড় হয়ে উঠতে পারেন, এই ধারণাকে খণ্ডন করে, যেহেতু সম্পূর্ণতায় তিনি চিরস্থায়ী। যখন কারও জড় দেহ পরিণত হয়ে ওঠে, তখন সে তার যৌবনকালের মতো আর সুখভোগ করতে পারে না; কিন্তু এখানে *অজস্রসুখ* অর্থাৎ 'বিঘ্নহীন সুখ উপভোগ' কথাটির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের শরীর কখনও তথাকথিত পরিণত বয়সে পৌঁছায় না, যেহেতু তাঁর শরীর সর্বদাই চিন্ময় যৌবনোচিত আনন্দে পরিপূর্ণ। *অক্ষর* অর্থাৎ 'অবিনশ্বর' কথাটি শ্রীকৃষ্ণের দেহের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি বা ক্ষয়প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে খণ্ডন করে এবং *অমৃত* অর্থাৎ 'অমরত্ব' কথাটি মৃত্যুর সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে।

পক্ষান্তরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শরীর জড় দেহের রূপান্তর থেকে মুক্ত। যাই হোক, ভগবান অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেন এবং অসংখ্য জীবরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। কিন্তু ভগবানের তথাকথিত জন্মলাভ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়

এবং তা দেহগত অস্তিত্বের নির্দিষ্ট ক্রমবিকাশের পর্যায়ে ঘটতে থাকে না; বরং তা ভগবানের চিন্ময় আনন্দ ও মহিমা বিস্তারে তাঁর নিত্য প্রবণতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

শ্রুতিতে ভগবান যেমন বলছেন, *পূর্বমেবাহমিহাসম্*—'শুরুতে আমি একাই বর্তমান ছিলাম'। তাই এখানে ভগবানকে বলা হয় *পুরুষঃ পুরাণঃ*, 'আদি পুরুষ'। এই মূল *পুরুষ* নিজেকে পরমাত্মারূপে বিস্তার করে প্রতিটি জীবদেহে প্রবেশ করেন। তবুও, চরমে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, যেমন *গোপালতাপনী উপনিষদে* বলা হয়েছে—*যঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মেতি গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভুরুহত-লাসীনম্*, "বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষের ছায়াতলে উপবেশনরত নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময় গোবিন্দই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব স্বয়ং।" এই পরমতত্ত্ব জড় অজ্ঞানতার অতীত এবং এমন কি সাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অতীত, যেমন সেই একই *গোপালতাপনী শ্রুতিতে* বলা হয়েছে—*বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ।* এভাবেই, আরও নানা প্রকারে বৈদিক শাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখানে স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ২৪

এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি
স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে ।
গুর্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা
যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্ ॥ ২৪ ॥

এবম্-বিধম্—যেমন এভাবেই বর্ণিত; **ত্বাম্**—আপনি; **সকল**—সমস্ত; **আত্মনাম্**—আত্মাদের; **অপি**—বস্তুত; **স্বাত্মানম্**—সেই আত্মা; **আত্ম-আত্মতয়া**—পরমাত্মারূপে; **বিচক্ষতে**—তাঁরা দর্শন করেন; **গুরু**—গুরুদেব থেকে; **অর্ক**—সূর্যসম; **লব্ধ**—লাভ করেছেন; **উপনিষৎ**—গূঢ় জ্ঞানের; **সুচক্ষুষা**—শুদ্ধ চক্ষুর দ্বারা; **যে**—যাঁরা; **তে**—তাঁরা; **তরন্তি**—অতিক্রম করেন; **ইব**—সহজেই; **ভব**—জড় অস্তিত্বের; **অনৃত**—যা সত্য নয়; **অম্বুধিম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

যাঁরা সূর্যসদৃশ সদ্‌গুরু থেকে শুদ্ধ জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা আপনাকে সমস্ত আত্মাদের আত্মাস্বরূপ পরমাত্মারূপে দর্শন করতে পারেন। এভাবেই আপনার মূল ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করে, তাঁরা মায়াময় ভবসমুদ্র অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে,

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।"

শ্লোক ২৫

আত্মানমেবাত্মতয়াবিজানতাং
তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্ ।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে
রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা ॥ ২৫ ॥

আত্মানম্—আপনাকে; **এব**—বস্তুত; **আত্মতয়া**—পরমাত্মারূপে; **অবিজানতাম্**—যারা জানে না তাদের জন্য; **তেন**—তার দ্বারা; **এব**—একমাত্র; **জাতম্**—উৎপন্ন হয়; **নিখিলম্**—সমগ্র; **প্রপঞ্চিতম্**—জড় অস্তিত্ব; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের দ্বারা; **ভূয়ঃ অপি**—পুনরায়; **চ**—এবং; **তৎ**—সেই জড় অস্তিত্ব; **প্রলীয়তে**—অন্তর্হিত হয়; **রজ্জ্বাম্**—রজ্জুতে; **অহেঃ**—একটি সর্পের; **ভোগ**—দেহের; **ভব-অভবৌ**—আপাত আবির্ভাব ও তিরোভাব; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প মনে করে ভীত হয়, কিন্তু সেই সর্পটির অস্তিত্ব নেই তা হৃদয়ঙ্গম হলে তার ভয় পরিত্যাগ করে। তেমনই, যারা সমস্ত আত্মার পরমাত্মারূপে আপনাকে চিনতে ব্যর্থ হয়, তাদের কাছে সম্প্রসারিত মায়াময় জড় অস্তিত্বের উদয় হয়ে থাকে, কিন্তু আপনার সম্পর্কে জ্ঞানোদয় হলে তৎক্ষণাৎ তা অন্তর্হিত হয়।

তাৎপর্য

জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন তার চতুর্দিকে জলকেই দর্শন করে, মায়ামগ্ন ব্যক্তি তেমনই জড় অস্তিত্বকে অসীমরূপে দর্শন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জড় মায়ার সমুদ্রের গভীরে নিমগ্ন জড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা কল্পনা করে যে, জড়া প্রকৃতি সীমাহীনভাবে চতুর্দিকে প্রসারিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই জড় সৃষ্টি অজ্ঞানতার এক সীমাবদ্ধ

সমুদ্র, যেখানে জড় বৈজ্ঞানিকদের মতো মূর্খ জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে নিতান্ত অমর্যাদায় নিমজ্জিত হয়ে আছে।

যেখানে সব কিছুরই জন্ম ও মৃত্যু আছে তেমনই এক জগতের ফাঁদে আটকে পড়া নিশ্চিতভাবেই এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। কেউ অন্ধকার জায়গায় আটকে পড়লে স্বভাবতই ভীত হয়ে পড়ে। জাগতিক জীবন যেহেতু সর্বদা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছাদিত, তাই প্রতিটি বদ্ধ জীবই ভয়গ্রস্ত। জড়া প্রকৃতি কখনই চূড়ান্ত বাস্তব নয়, তাই জড় পদার্থের বিশ্লেষণের দ্বারা কখনই চূড়ান্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কৃষ্ণভাবনামৃতের উজ্জ্বল আলোয় চক্ষু উন্মীলিত করলে, জড়জাগতিক জীবন নামক এই অন্ধকারময়, সর্পসদৃশ অস্তিত্ব তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়।

শ্লোক ২৬

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে
বিচার্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥ ২৬ ॥

অজ্ঞান—অজ্ঞানতা থেকে প্রকাশ করে; **সংজ্ঞৌ**—যে উপাধিগুলি; **ভববন্ধ**—জড় অস্তিত্বের বন্ধন; **মোক্ষৌ**—এবং মুক্তি; **দ্বৌ**—দুটি; **নাম**—বস্তুত; **ন**—না; **অন্যৌ**—ভিন্ন; **স্তঃ**—হয়; **ঋত**—সত্য; **জ্ঞ-ভাবাৎ**—জ্ঞান থেকে; **অজস্র-চিতি**—যাঁর সচেতনতা অপ্রতিহত; **আত্মনি**—আত্মা; **কেবলে**—যিনি জড় থেকে ভিন্ন; **পরে**—যিনি শুদ্ধ; **বিচার্যমাণে**—তিনি যখন সঠিকভাবে বিচার করেন; **তরণৌ**—সূর্যের মধ্যে; **ইব**—যেমন; **অহনী**—দিন ও রাত্রি।

অনুবাদ

ভববন্ধন ও মোক্ষ এই দুটি ধারণাই অজ্ঞানতার প্রকাশ, তাই সত্য জ্ঞান থেকে তা ভিন্ন। কেউ যখন সঠিকভাবে বিচার করেন যে, শুদ্ধ আত্মা জড় থেকে ভিন্ন এবং সর্বদা সম্পূর্ণ চৈতন্যময়, তখন তাদের আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। যেমন সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দিন ও রাত্রির কোনও গুরুত্ব থাকে না, তেমনই এই বন্ধন ও মোক্ষ এখন উভয়ই তাৎপর্যহীন।

তাৎপর্য

জড় বন্ধন হচ্ছে মায়া, কারণ, প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের সঙ্গে জীবের প্রকৃত কোনও সম্পর্ক নেই। মিথ্যা অহঙ্কারবশত বদ্ধ জীবাত্মা নিজেকে জড়ের সঙ্গে অভিন্ন

জ্ঞান করে। তাই তথাকথিত মুক্তি প্রকৃত বন্ধন থেকে মুক্তি অপেক্ষা কেবল একটি মায়াত্যাগ করা মাত্র। তবুও আমরা যদি চিন্তা করি যে, জড় মায়ার দুঃখকষ্টই বাস্তব এবং দুঃখকষ্ট থেকে অব্যাহতিই মুক্তি, তা হলেও যথার্থ পারমার্থিক জীবন লাভ করার তুলনায় এই মুক্তি অর্থহীন এবং এই পারমার্থিক জীবনধারা জড় জাগতিক মায়িক জীবনের বিপরীত ও নিত্য বাস্তব। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণভাবনামৃত বা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমই প্রতিটি জীবের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ, অর্থপূর্ণ ও স্থায়ী আশ্রয়।

যেহেতু সূর্যের অনুপস্থিতিই রাত্রির অন্ধকারের কারণ, তাই কেউ যেমন স্বয়ং সূর্যের মধ্যে রাত্রির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না, তেমনই রাত্রিগুলির দ্বারা বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দিনগুলির অভিজ্ঞতাও কেউ লাভ করতে পারে না। তেমনই, শুদ্ধ জীবাত্মার মধ্যেও জড় অন্ধকার থাকে না, তার ফলে ঐ রকম অন্ধকার থেকে মুক্তির অভিজ্ঞতাও থাকে না। বদ্ধ জীব যখন এই ধরনের শুদ্ধ চেতনার স্তরে আসে, তখন সে ভগবানের নিজস্ব ধামে পরম শুদ্ধ স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভের যোগ্যতা অর্জন করে।

শ্লোক ২৭

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ ।
আত্মা পুনর্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥ ২৭ ॥

ত্বাম্—আপনি; **আত্মানম্**—প্রকৃত আত্মা; **পরম্**—অন্য কিছু; **মত্বা**—মনে করে; **পরম্**—অন্য কিছু; **আত্মানম্**—আপনাকে; **এব**—বস্তুত; **চ**—ও; **আত্মা**—পরমাত্মা; **পুনঃ**—পুনরায়; **বহিঃ**—বাইরে; **মৃগ্যঃ**—অবশ্যই অন্বেষণীয়; **অহো**—ওঃ; **অজ্ঞ**—অজ্ঞ; **জনতা**—ব্যক্তিগণের; **অজ্ঞতা**—অজ্ঞানতা।

অনুবাদ

অহো! অজ্ঞ ব্যক্তিদের মূর্খতা দর্শন করুন, যারা আপনাকে মায়ার ভিন্ন প্রকাশ এবং আপনার প্রকৃত স্বরূপ আত্মাকে অন্য কিছু অর্থাৎ জড় দেহ জ্ঞান করে। এরূপ মূর্খেরা সিদ্ধান্ত করে যে, পরমাত্মা আপনার পরম ব্যক্তিত্বের বাইরে অন্যত্র অন্বেষণীয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবেরা মনে করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম চিন্ময় শরীর জড়; তাই তাদের বুদ্ধিহীন অজ্ঞানতায় ব্রহ্মা বিস্মিত। ভগবানের চিন্ময় স্বরূপের প্রতি অজ্ঞতাবশত এই সকল মানুষেরা মনে করে তাদের নিজেদের জড় দেহগুলি এক-একটি আত্মা

এবং তাই তারা সিদ্ধান্ত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাইরে অন্য কোথাও চিন্ময় বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যাবে। কখনও কখনও এই ধরনের মূর্খরা মনে করে, স্বতন্ত্র আত্মাগুলি একত্রিত হয়ে একটি নির্বিশেষ চিন্ময় সত্তা গঠন করে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই আত্মাগুলির মধ্যে একজন। দুর্ভাগ্যবশত, এই সব জল্পনা-কল্পনাকারীদের স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে কিম্বা ব্রহ্মার মতো ভগবানের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে শ্রবণ করার আগ্রহ নেই। কারণ তারা যথেচ্ছভাবে পরব্রহ্মের প্রকৃতি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে, যার চূড়ান্ত ফল বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতা এবং যেগুলিকে তারা শ্রুতিকটু উক্তির পরিবর্তে কোমল উক্তিতে 'জীবনের রহস্য' রূপে বর্ণনা করে।

শ্লোক ২৮

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব
হ্যতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ
সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ ॥ ২৮ ॥

অন্তঃ-ভবে—দেহের মধ্যে; **অনন্ত**—হে অনন্ত; **ভবন্তম্**—আপনি; **এব**—বস্তুত; **হি**—অবশ্যই; **অতৎ**—আপনা থেকে সব কিছু ভিন্ন; **ত্যজন্তঃ**—প্রত্যাখ্যান করে; **মৃগয়ন্তি**—অন্বেষণ করে; **সন্তঃ**—সাধুগণ; **অসন্তম্**—অসত্য; **অপি**—এমন কি; **অন্তি**—নিকটে উপস্থিত; **অহিম্**—সর্প (ভ্রম); **অন্তরেণ**—(নিষেধ) বিনা; **সন্তম্**—সত্য; **গুণম্**—রজ্জু; **তম্**—সেই; **কিম্ উ**—কি না; **যন্তি**—উপলব্ধি হয়; **সন্তঃ**—চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

হে অনন্ত, আপনার থেকে ভিন্ন সকল বিষয় প্রত্যাখ্যান করে সাধুভক্তগণ তাঁদের নিজেদের দেহাভ্যন্তরে আপনাকে অন্বেষণ করে থাকেন। বাস্তবিকই, পার্থক্য বিচার করতে সক্ষম ব্যক্তিগণ যতক্ষণ না সর্প ভ্রম খণ্ডন করছেন, ততক্ষণ তাঁরা পরিত্যক্ত রজ্জুর যথার্থ প্রকৃতি কিভাবে উপলব্ধি করতে পারেন?

তাৎপর্য

কেউ যুক্তিতর্ক করতে পারে যে, আত্ম-উপলব্ধির অনুশীলন করা উচিত এবং সেই সঙ্গে জড় দেহের জন্য ইন্দ্রিয়তর্পণ চালিয়ে যাওয়া উচিত। এই প্রস্তাবটি এখানে রজ্জুকে সর্পভ্রমের উদাহরণের মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে। রজ্জুকে যে সর্পভ্রম করে, সর্পের কথা মনে করে সে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন সে জানতে পারে যে, সাপটি আসলে রজ্জু, তখন সে স্বস্তির ভাব অনুভব করে রজ্জুটিকে অগ্রাহ্য

করে। তেমনই, যেহেতু আমরা এই দেহটিকে আত্মা বলে ভুল বুঝি, তাই দেহ সম্পর্কিত নানা রকম অনুভূতি আমরা অর্জন করছি। যাই হোক, এই দেহটি কেবল জড় রসায়নের থলি তা উদঘাটন করে, আমাদের যত্ন সহকারে লক্ষ্য করা উচিত কিভাবে এই মায়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন আমরা দেহটির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। প্রকৃতপক্ষে আমরা দেহের অভ্যন্তরে স্থিত নিত্য আত্মা তা উদঘাটন করে, স্বভাবতই আমাদের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি মনোযোগী হই।

দেহটি আত্মা এই মূর্খতাপূর্ণ মিথ্যা পরিচয় অতিক্রম করে, সাধু ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্বদাই কৃষ্ণভাবনামৃত অর্থাৎ পারমার্থিক জ্ঞান অনুশীলন করেন। এই ধরনের কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তিগণ প্রতিটি জীবের সাক্ষী ও পরিচালক-স্বরূপ পরমাত্মারূপে জড় দেহের মধ্যে বিরাজমান পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে থাকেন। পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করা এতই আনন্দদায়ক ও পরিতৃপ্তিদায়ক যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পারমার্থিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে থাকেন।

শ্লোক ২৯

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ২৯ ॥

অথ—অতএব; **অপি**—বাস্তবিকপক্ষে; **তে**—আপনার; **দেব**—হে ভগবান; **পদ-অম্বুজদ্বয়**—শ্রীপাদপদ্ম যুগলের; **প্রসাদ**—কৃপার; **লেশ**—কণামাত্র; **অনুগৃহীতঃ**—অনুগৃহীত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—বস্তুত; **জানাতি**—জানেন; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **ভগবৎ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের; **মহিম্নঃ**—মহিমার; **ন**—কখনই না; **চ**—এবং; **অন্যঃ**—অন্য; **একঃ**—এক; **অপি**—যদিও; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **বিচিন্বন্**—জল্পনা-কল্পনা করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, কেউ যদি আপনার শ্রীপাদপদ্ম যুগলের কৃপার লেশমাত্রও লাভ করে থাকেন, তা হলে তিনি আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা আপনার মহিমা সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, তারা দীর্ঘকাল বেদ অধ্যয়ন করেও আপনাকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৮৪ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

যারা ভগবানের মায়াশক্তির সঙ্গে অনর্থক সংগ্রাম করছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সব বদ্ধ জীবদের উপর কৃপা প্রদর্শনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মাধ্যমে সুখ লাভের জন্য এবং মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে জ্ঞান লাভের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। শেষ পর্যন্ত উভয় পন্থাই তাকে বিষণ্ণ ও হতাশজনক অবস্থায় পৌঁছে দেয়। বদ্ধ জীব যদি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের শরণাগত হয়ে তাঁর অহৈতুকী কৃপার লেশমাত্রও অর্জন করতে পারে, তা হলে সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটাই বদলে যায়, এবং জীব কৃষ্ণভাবনামৃতে আনন্দময় ও জ্ঞানময় তার প্রকৃত জীবন শুরু করতে পারে।

শ্লোক ৩০

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্ ।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ৩০ ॥

তৎ—অতএব; **অস্তু**—সে যাই হোক; **মে**—আমার; **নাথ**—হে প্রভু; **সঃ**—সেই; **ভূরিভাগঃ**—মহাভাগ্য; **ভবে**—জন্মে; **অত্র**—এই; **বা**—অথবা; **অন্যত্র**—অন্য কোন জন্মে; **তু**—বস্তুত; **বা**—অথবা; **তিরশ্চাম্**—পশুগণের মধ্যে; **যেন**—যার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **একঃ**—এক; **অপি**—এমন কি; **ভবৎ**—অথবা আপনার; **জনানাম্**—ভক্তবৃন্দের; **ভূত্বা**—হয়ে; **নিষেবে**—আমি যেন সম্পূর্ণরূপে সেবায় যুক্ত হতে পারি; **তব**—আপনার; **পাদ-পল্লবম্**—পাদপদ্মের।

অনুবাদ

হে নাথ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, এই ব্রহ্মা-জন্মেই হোক অথবা অন্য কোনও জন্মেই হোক, যেখানেই আমি জন্মগ্রহণ করি, আমি যেন আপনার ভক্তবৃন্দের একজন হতে পারি। আমি প্রার্থনা করি, যেখানেই হোক, এমন কি পশুযোনির মধ্যে হলেও, আমি যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি।

শ্লোক ৩১

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা ।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ ॥ ৩১ ॥

অহো—ওহে; অতি-ধন্যাঃ—অতীব সৌভাগ্যবতী; ব্রজ—বৃন্দাবনের; গো—গাভীগণ; রমণ্যঃ—এবং গোপীগণ; স্তন্য—স্তন-দুগ্ধ; অমৃতম্—যা অমৃতবৎ; পীতম্—পান করা হয়েছে; অতীব—প্রচুরভাবে; তে—আপনার দ্বারা; মুদা—তৃপ্তি সহকারে; যাসাম্—যাদের; বিভো—হে সর্বশক্তিমান প্রভু; বৎসতর-আত্মজ-আত্মনা—গোবৎস ও গোপীদের সন্তানরূপে; যৎ—যাঁর; তৃপ্তয়ে—তৃপ্তির জন্য; অদ্য অপি—এখনও পর্যন্ত; ন—না; চ—এবং; অলম্—যথেষ্ট; অধ্বরাঃ—সমস্ত বৈদিক যজ্ঞ।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান প্রভু, বৃন্দাবনের গাভী ও গোপীগণ কত মহা সৌভাগ্যবতী যে, আপনি গোবৎস ও গোপবালক স্বরূপে আনন্দে তাঁদের স্তন-দুগ্ধ পান করেছেন! অনাদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত যত বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে তাও আপনাকে এত তৃপ্তিদান করতে সমর্থ হয়নি।

শ্লোক ৩২

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩২ ॥

অহো—কী মহা; ভাগ্যম্—ভাগ্য; অহো—কী মহা; ভাগ্যম্—ভাগ্য; নন্দ—নন্দ মহারাজের; গোপ—অন্যান্য গোপবৃন্দের; ব্রজৌকসাম্—ব্রজবাসীদের; যৎ—যাঁদের; মিত্রম্—সখা; পরম-আনন্দম্—পরম আনন্দ; পূর্ণম্—পূর্ণ; ব্রহ্ম—পরব্রহ্ম; সনাতনম্—সনাতন।

অনুবাদ

অহো! নন্দ মহারাজ, গোপবৃন্দ ও ব্রজবাসীরা কী মহা ভাগ্যবান! তাঁদের সৌভাগ্যের সীমা নেই, যেহেতু পরমানন্দ-স্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তাঁদের সখা হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা,* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ১৪৯ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

এষাং তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তাম্
একাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে ॥ ৩৩ ॥

এষাম্—এই সব (ব্রজবাসীদের); তু—যাই হোক; ভাগ্য—সৌভাগ্যের; মহিমা—মহিমা; অচ্যুত—হে অচ্যুত ভগবান; তাবৎ—এত; আস্তাম্—তা হোক; একাদশ—একাদশ; এব হি—বস্তুত; বয়ম্—আমরা; বত—ও; ভূরি-ভাগাঃ—মহা ভাগ্যবান; এতদ্—এই সকল ভক্তবৃন্দের; হৃষীক—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; চষকৈঃ—পান পাত্ররূপ; অসকৃৎ—নিরন্তর; পিবামঃ—আমরা পান করছি; শর্বাদয়ঃ—শিব ও অন্যান্য দেবতাগণ; অঙ্ঘ্রি-উদজ—পাদপদ্মের; মধু—মধু; অমৃত-আসবম্—অমৃত সুধা; তে—আপনার।

অনুবাদ

হে অচ্যুত, যদিও এই ব্রজবাসীদের সৌভাগ্যের সীমা অচিন্তনীয়, শিবসহ আমরা একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণও মহা ভাগ্যবান, কারণ বৃন্দাবনের এই ভক্তগণের ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রদ্বারা আমরা নিরন্তর আপনার পাদপদ্মের মধুস্বরূপ অমৃত সুধা পান করছি।

শ্লোক ৩৪

তদ্ ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্ গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্ ।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্মুকুন্দস্
ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ৩৪ ॥

তৎ—সেই; ভূরি-ভাগ্যম্—মহা সৌভাগ্য; ইহ—এখানে; জন্ম—জন্ম; কিম্ অপি—যে কোনও; অটব্যাম্—(বৃন্দাবনের) অরণ্যে; যৎ—যা; গোকুলে—গোকুলে; অপি—এমন কি; কতম—যে কোনও (ভক্তবৃন্দের); অঙ্ঘ্রি—পদ; রজঃ—ধূলির দ্বারা; অভিষেকম্—অভিষিক্ত করে; যৎ—যাঁর; জীবিতম্—জীবন; তু—বস্তুত; নিখিলম্—সমগ্র; ভগবান্—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; মুকুন্দঃ—শ্রীমুকুন্দ; তু—কিন্তু; অদ্য অপি—এমন কি এখনও পর্যন্ত; যৎ—যাঁর; পদ-রজঃ—পদধূলি; শ্রুতি—বেদের দ্বারা; মৃগ্যম্—অন্বেষণ করে; এব—অবশ্যই।

অনুবাদ

যে কোনও গোকুলবাসী পাদপদ্মধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে গোকুলবনে যে কোন জন্মলাভ আমার মহা সৌভাগ্যস্বরূপ হবে। বৈদিক মন্ত্রাবলী যাঁর পাদপদ্মের ধূলি এখনও অন্বেষণ করছে, সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান মুকুন্দ তাঁদের জীবনসর্বস্ব।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণরূপেও ব্রহ্মা বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করতে অভিলাষ করেন যাতে ভগবৎ-ধামের পবিত্র অধিবাসীগণ তাঁর মাথার উপর দিয়ে পাদচারণা করে তাঁদের চরণরেণু দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করতে পারেন। বাস্তববাদী হওয়ার ফলে, ব্রহ্মা সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের পদরেণু লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না; বরং, তিনি ভগবানের ভক্তবৃন্দের কৃপা লাভের প্রত্যাশী। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রস্তর-ফলকের দ্বারা বাঁধানো ভগবৎ-ধামে পায়ে চলার পথে এক টুকরো পাথর হয়েও জন্মগ্রহণ করতে ব্রহ্মা অভিলাষী। যেহেতু ব্রহ্মা সমগ্র জগতের স্রষ্টা, তাই বৃন্দাবনের অধিবাসীদের মহিমান্বিত মর্যাদা আমরা যথার্থ অনুমান করতে পারি।

বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা ভগবদ্ভক্তগণ তাঁদের এই উন্নত মর্যাদা অর্জন করেন। ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য কোনও গর্বোদ্ধত জাগতিক পন্থার মাধ্যমে এমন চিন্ময় ঐশ্বর্য কেউ লাভ করতে পারে না। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে ব্রহ্মার মনোভাবকে শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে প্রকাশ করেছেন—"কিন্তু এই বৃন্দাবনের অরণ্যানীর মধ্যে জন্মগ্রহণের তেমন সৌভাগ্য যদি আমার না থাকে, তা হলে আপনার কাছে আমি প্রার্থনা করি বৃন্দাবনের প্রকৃত অঞ্চলের বাইরেও আমি যেন জন্মগ্রহণ করতে পারি যাতে ভক্তরা যখন বাইরে যান, তখন তাঁরা আমার উপর দিয়ে পাদচারণা করেন। সেটুকুও আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য হবে। আমি এমনই একটি জন্মের একান্ত অভিলাষী যাতে আপনার ভক্তদের পদধূলিতে আমি লিপ্ত হই।"

শ্লোক ৩৫

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি নশ্
চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি ।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ॥ ৩৫ ॥

এষাম্—এই সকল; **ঘোষ-নিবাসিনাম্**—গোপ সম্প্রদায়ের বাসভূমি; **উত**—বস্তুত; **ভবান্**—আপনি; **কিম্**—কি; **দেব**—হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **রাতা**—প্রদান করবেন; **ইতি**—এভাবে চিন্তা করে; **নঃ**—আমাদের; **চেতঃ**—মন; **বিশ্ব-ফলাৎ**—সমস্ত আশীর্বাদের পরম উৎস অপেক্ষা; **ফলম্**—পারিতোষিক; **ত্বৎ**—আপনার চেয়েও; **অপরম্**—অন্য; **কুত্র অপি**—কোনওখানে; **অয়ৎ**—বিবেচনা করে; **মুহ্যতি**—মোহগ্রস্ত হয়; **সদ্বেষাৎ**—ভক্তরূপে ছদ্মবেশে নিজেকে গোপনের দ্বারা; **ইব**—বাস্তবিকপক্ষে; **পূতনা**—রাক্ষসী পূতনা; **অপি**—এমন কি; **সকুলা**—বকাসুর ও অঘাসুর আদি তার পরিবার সহ; **ত্বাম্**—আপনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দেব**—হে প্রভু; **আপিতা**—প্রাপ্ত হয়; **যৎ**—যাঁদের; **ধাম**—গৃহ; **অর্থ**—ধন; **সুহৃৎ**—মিত্র; **প্রিয়**—প্রিয়জন; **আত্ম**—দেহ; **তনয়**—পুত্র; **প্রাণ**—প্রাণ; **আশয়াঃ**—এবং মন; **তৎ-কৃতে**—আপনার প্রতি সমর্পিত।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, স্বয়ং আপনি ছাড়া আর কি পারিতোষিক অন্যত্র খুঁজে পাওয়া যায়, তা বিচার করে আমার চিত্ত মোহগ্রস্ত হচ্ছে। আপনি সমস্ত আশীর্বাদের মূর্তপ্রকাশ, যা আপনি বৃন্দাবনের গোপ-সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের প্রদান করেন। ভক্তরূপে ছদ্মবেশের দ্বারা পূতনার নিজেকে গোপন করার বিনিময়ে আপনি ইতিমধ্যেই নিজেকে পূতনা ও তার পরিবারের সদস্যদের পারিতোষিকরূপে প্রদান করবার বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু যাঁদের গৃহ, ধন, সুহৃৎ, প্রিয়জন, দেহ, পুত্র, প্রাণ ও মন সমস্ত কিছুই কেবলমাত্র আপনাতে সমর্পিত, বৃন্দাবনের সমস্ত ভক্তদের প্রদানের জন্য আপনি কি রেখেছেন?

শ্লোক ৩৬

তাবদ্ রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্ ।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥ ৩৬ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ; **রাগ-আদয়ঃ**—জাগতিক আসক্তি ইত্যাদি; **স্তেনাঃ**—তস্কর; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **কারা-গৃহম্**—কারাগৃহ; **গৃহম্**—কারও গৃহ; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **মোহঃ**—পারিবারিক আসক্তির মোহ; **অঙ্ঘ্রি**—তাদের পায়ের; **নিগড়ঃ**—শৃঙ্খল; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **কৃষ্ণ**—হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ন**—হয় না; **তে**—আপনার (ভক্ত); **জনাঃ**—কোনও মানুষ।

অনুবাদ

হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যতক্ষণ মানুষ আপনার ভক্ত না হয়, ততক্ষণ তাদের জড় আসক্তি ও বাসনা হয়ে থাকে তস্করস্বরূপ, তাদের গৃহাদি কারাগার-স্বরূপ এবং তাদের পারিবারিক আসক্তিজনিত মোহ পায়ের শৃঙ্খলস্বরূপ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

আপাতদৃষ্টিতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাসভূমি বৃন্দাবনের অধিবাসীরা নিরীহ গৃহস্থ, যাঁরা গোচারণ, রান্না, শিশু প্রতিপালন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মতো সাধারণ বিষয়ে নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের এই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমময়ী সেবা। বৃন্দাবনের অধিবাসীদের সমস্ত কার্যই শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং তার ফলে তাঁরা মুক্ত জীবনের অতি উন্নত স্তর প্রাপ্ত হন। অন্যথায়, সেই একই কার্যকলাপ যদি কৃষ্ণভাবনামৃত ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে তা জড় জগতের বন্ধনস্বরূপ হয়ে ওঠে।

তাই বৃন্দাবনের অধিবাসীদের উন্নত স্তরকে কারও যেমন ভুল বোঝা উচিত নয়, তেমনই কৃষ্ণভাবনামৃত বাদ দিয়ে, কেবলমাত্র সাধারণ গৃহস্থকর্ম অতি উৎসাহের সঙ্গে করার জন্য কারও নিজেকে উন্নত স্তরের ধার্মিক বিবেচনা করাও উচিত নয়। আমাদের প্রগাঢ় আসক্তিকে পরিবার ও সমাজের উপর কেন্দ্রীভূত করার ফলে আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের ক্রমবিকাশের পথ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিপথগামী হয়েছি। বিপরীতক্রমে, আমরা যদি আমাদের পরিবারকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত করি, তা হলে আমাদের পরিবার প্রতিপালনের প্রচেষ্টাটিও প্রগতিমূলক পারমার্থিক কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠবে।

অবশেষে, বৃন্দাবনের অধিবাসীদের অসাধারণ সামাজিক মান পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁদের জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যক গুণটিই শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত—লেশমাত্র জড়জাগতিক বাসনা কিম্বা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা ছাড়াই কেবলমাত্র ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা নিবেদন। আদি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি এমনই প্রেমময়ী সেবা তৎক্ষণাৎ ভগবানের রাজ্য শ্রীবৃন্দাবনধামের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শ্লোক ৩৭

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥ ৩৭ ॥

প্রপঞ্চম্—জড়জাগতিক; **নিষ্প্রপঞ্চঃ**—সম্পূর্ণরূপে জড় অস্তিত্বের অতীত; **অপি**—যদিও; **বিড়ম্বয়সি**—আপনি অনুকরণ করেন; **ভূ-তলে**—পৃথিবীর উপরিভাগে; **প্রপন্ন**—শরণাগত; **জনতা**—মানুষের; **আনন্দ-সন্দোহম্**—বিভিন্ন স্বাদের বহুবিধ আনন্দরাশি; **প্রথিতুম্**—বিস্তারের জন্য; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, যদিও জড় অস্তিত্বের সঙ্গে আপনার কোনই সম্পর্ক নেই, তবুও আপনার শরণাগত ভক্তগণের জন্য বহুবিধ আনন্দরাশি বিস্তার করার উদ্দেশ্যে আপনি এই পৃথিবীতে এসে জড়জাগতিক জীবনের অনুকরণ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, ঠিক যেমন একটি প্রদীপ অন্ধকারে যতটা উজ্জ্বল সূর্যালোকে ততটা নয়, অথবা একটি হীরকখণ্ড নীলাভ কাচের পাত্রে যতখানি দীপ্তিমান রূপোর পাত্রে ততটা নয়, তেমনই গোবিন্দরূপে ভগবানের লীলাও তাঁর চিন্ময়ধাম বৈকুণ্ঠে ততখানি বিস্ময়কর নয় যতখানি বিস্ময়কর এই মায়াময় জগতে। শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে অবতরণ করে তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের অনুগত সন্তান, প্রেমিক, স্বামী, পিতা, সখা ইত্যাদিরূপে লীলাবিলাস করেন এবং মায়াময় অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে এই সমস্ত উজ্জ্বল, মুক্ত লীলাসমূহ ভগবানের শরণাগত ভক্তবৃন্দকে অসীম আনন্দ প্রদান করে।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মার উদ্ধৃতিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন—"আমি আরও বুঝতে পারছি যে, গোপশিশুরূপে আপনার এই আবির্ভাব মোটেই প্রাকৃত লীলাবিলাস নয়। গোপ-গোপীদের ভালবাসায় আপনি এতই কৃতজ্ঞ যে, আপনার দিব্য উপস্থিতির মাধ্যমে তাঁদের কাছে থেকে আপনাকে ভালবাসতে তাঁদের অনুপ্রাণিত করছেন।"

শ্লোক ৩৮

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো ।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৩৮ ॥

জানন্তঃ—যারা মনে করে যে, তারা আপনার অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে অবগত; **এব**—অবশ্যই; **জানন্তু**—তারা সেভাবেই মনে করুক; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **বহু-উক্ত্যা**—বেশি কিছু বলার; **ন**—না; **মে**—আমার; **প্রভো**—হে প্রভু; **মনসঃ**—মনের; **বপুষঃ**—দেহের; **বাচঃ**—বাক্যের; **বৈভবম্**—ঐশ্বর্যসমূহ; **তব**—আপনার; **গোচরঃ**—গোচর।

অনুবাদ

যারা বলে, "আমি কৃষ্ণ সম্বন্ধে সব কিছু জানি," তারা সেভাবেই চিন্তা করুক। এই বিষয়ে আমি বেশি কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। হে প্রভু, এইমাত্র বলি যে, আপনার ঐশ্বর্যসমূহ আমার মন, দেহ ও বাক্যের অগোচর।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা,* একবিংশতি পরিচ্ছেদ, শ্লোক ২৭ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৯

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্বং ত্বং বেৎসি সর্বদৃক্ ।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতত্তবার্পিতম্ ॥ ৩৯ ॥

অনুজানীহি—দয়া করে স্থান ত্যাগের অনুমতি দিন; **মাম্**—আমাকে; **কৃষ্ণ**—হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সর্বম্**—সমস্ত কিছুই; **ত্বম্**—আপনি; **বেৎসি**—জানেন; **সর্বদৃক্**—সর্বদর্শী; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—কেবল; **জগতাম্**—সমস্ত জগতের; **নাথঃ**—ঈশ্বর; **জগৎ**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **এতৎ**—এই; **তব**—আপনাকে; **অর্পিতম্**—অর্পণ করলাম।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, আমি এখন স্থান ত্যাগ করার জন্য বিনীতভাবে অনুমতি প্রার্থনা করছি। প্রকৃতপক্ষে আপনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। অবশ্যই আপনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তবুও এই একটি ব্রহ্মাণ্ড আমি আপনাকে অর্পণ করলাম।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মার উক্তিকে উদ্ধৃত করেছেন এভাবে, "হে প্রিয় প্রভু, যদিও আপনি সমস্ত সৃষ্টির পরম ঈশ্বর, তবুও আমি কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করি যে, আমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা হতে পারি, কিন্তু অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তারূপে অসংখ্য ব্রহ্মাও রয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি তাঁদের সকলেরই অধীশ্বর। প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করে আপনি সব কিছুই জানেন। সুতরাং, অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার শরণাগত দাসরূপে গ্রহণ করুন। আমি আশা করছি যে, গোপসখা ও গোবৎসদের সঙ্গে আপনার লীলাবিলাসে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি যদি আমাকে দয়া করে অনুমতি দেন, তা হলে এখনই আমি এখান থেকে বিদায় নেব যাতে আমার অনুপস্থিতিতে আপনার গোপসখা ও গোবৎসদের সঙ্গ আপনি উপভোগ করতে পারেন।"

এখানে *সর্বং ত্বং বেৎসি সর্বদৃক্* কথাগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুই জানেন এবং সব কিছুই দর্শন করেন, তাই ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেমময়ী সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ব্রহ্মা আর বৃন্দাবনে থাকার প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারূপে বৃন্দাবনের সরল ও আনন্দময় পরিবেশে ব্রহ্মা অযথাই এসেছিলেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ, বনভোজন, খেলাধুলা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর পরম ঐশ্বর্য প্রদর্শন করছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দাবনবাসীদের গভীর অনুরাগ দর্শন করে ব্রহ্মা নিজেকে সেখানে থাকার অযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি ভগবানের সঙ্গ ত্যাগ করতে আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু তিনি অনুভব করেছিলেন এর চেয়ে তাঁর নিজের ভক্তিযুক্ত সেবাকার্যে ব্রহ্মলোকে ফিরে যাওয়াই ভাল। মূর্খের মতো ভগবানকে মোহিত করার প্রচেষ্টার জন্য বিব্রত ও অনুতপ্ত ব্রহ্মা তাই ভগবানের উপস্থিতি উপভোগ করার চেয়ে বরং তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় পুনরায় আত্মনিয়োগ করাই অধিকতর পছন্দ করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্
ক্ষ্মানির্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্ ।
উদ্ধর্মশার্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসঘ্নগ্
আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্নমস্তে ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **বৃষ্ণিকুল**—যদুবংশের; **পুষ্কর**—পদ্মের; **জোষ**—আনন্দ; **দায়িন্**—যিনি দান করেন; **ক্ষমা**—ভূমি; **নির্জর**—দেবতাগণ; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণ; **পশু**—এবং পশুদের; **উদধি**—মহাসাগরের; **বৃদ্ধি**—বৃদ্ধি; **কারিন্**—আপনি যিনি কারণস্বরূপ; **উদ্ধর্ম**—নাস্তিক ধর্মের; **শার্বর**—অন্ধকারের; **হর**—হে নাশকারী; **ক্ষিতি**—পৃথিবীর; **রাক্ষস**—অসুরদের; **ঘ্নক্**—বিরোধী; **আ-কল্পম্**—ব্রহ্মাণ্ডের সমাপ্তি পর্যন্ত; **আ-অর্কম্**—যতদিন সূর্য কিরণ দান করে; **অর্হন্**—হে পরম আরাধ্য বিগ্রহ; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি পদ্মসদৃশ বৃষ্ণিবংশের আনন্দ প্রদান করেন এবং ভূমি, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গাভীগণ দ্বারা গঠিত মহাসমুদ্রকে বিস্তার করেন। আপনি অধর্মের গাঢ় অন্ধকার নাশ করেন এবং পৃথিবীতে আবির্ভূত অসুরদের বিরোধিতা করেন।

হে পরমেশ্বর ভগবান, যতকাল পর্যন্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকবে এবং যতকাল পর্যন্ত সূর্য কিরণ দান করবে, ততকাল পর্যন্ত আপনার প্রতি আমি প্রণাম নিবেদন করব।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মতানুসারে, ব্রহ্মা এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৈচিত্র্যময় লীলার নির্দেশকারী তাঁর বিভিন্ন পবিত্র নামের মহিমা কীর্তন করে, নাম-সংকীর্তনের ভাবাবেশে নিমগ্ন ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দক্ষতার সঙ্গে পৃথিবীর আসুরিক জনসংখ্যা রোধ করেছিলেন, যা কংস, জরাসন্ধ ও শিশুপালের মতো আসুরিক রাজনীতিজ্ঞদের আবির্ভাবের ফলে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। আধুনিক সমাজেও তথাকথিত ধর্মভীরু এমন বহু মানুষ আছে, যারা আসলে আসুরিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। সূর্যাস্ত হলেই এই ধরনের মানুষেরা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং অন্ধকারে জীবনকে উপভোগ করার জন্য রেস্তোরাঁ, নাইট ক্লাব, ডিসকোথেক, হোটেল ইত্যাদি জায়গার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে, যার অর্থ কেবল অবৈধ যৌন সঙ্গ, নেশা, জুয়া ও মাংসাহার। এরপর আর এক ধরনের মানুষ আছে যারা নিজেদের নাস্তিক ও অসুর বলে ঘোষণা করে খোলাখুলিভাবেই ভগবান ও তাঁর আইনকে অগ্রাহ্য করে। ভগবানের গুপ্ত ও প্রকাশ্য উভয় শত্রুরাই পৃথিবীর অপবিত্র বোঝা হয়ে ওঠে এবং দক্ষতার সঙ্গে এই ভার অপসারণ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতরণ করেন।

এখানে ব্রহ্মা পরোক্ষভাবে বলতে চেয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের উচিত ব্রহ্মার নিজের সূক্ষ্ম নাস্তিক্যবাদ দূর করা, যা তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর মায়াশক্তি প্রয়োগে প্রয়াসী হতে পরিচালিত করেছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, লজ্জিত ব্রহ্মা নিজেকে সত্যলোক থেকে আগত এক ব্রহ্ম-রাক্ষসের মতো অনুভব করেছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অন্তরঙ্গ সখা ও গোবৎসদের বিরক্ত করার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। ব্রহ্মা অনুতাপ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যদিও অত্যন্ত মহান, সমস্ত ঈশ্বরদেরও ঈশ্বর, কিন্তু যেহেতু তিনি ব্রহ্মার সম্মুখে যষ্টি, শঙ্খ, অলঙ্কার, কুমকুম, শিখিপুচ্ছ আদিতে ভূষিত হয়ে এমন এক সাধারণ ও নিরীহ মুখাবয়ব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে ক্রীড়া করছিলেন, যার ফলে ব্রহ্মা তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে সাহস করেছিলেন।

ব্রহ্মার স্তবগুলির মধ্যে এই শ্লোকটি উপসংহার এবং ব্রহ্মার স্তবগুলি প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, "ব্রহ্মার এই স্তবগুলি, যা সমস্ত সন্দেহ নিরসন করে এবং ভগবৎ-ভক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি সম্প্রচার করে, সেগুলি আমার চেতনার ভিত্তিমূলে দক্ষ কারিগর-স্বরূপ হোক।"

শ্লোক ৪১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যভিষ্টূয় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ ।
নত্বাভীষ্টং জগদ্ধাতা স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এভাবে; **অভিষ্টূয়**—স্তব নিবেদন করে; **ভূমানম্**—অনন্ত পরমেশ্বর ভগবানকে; **ত্রিঃ**—তিনবার; **পরিক্রম্য**—পরিক্রমা করে; **পাদয়োঃ**—তাঁর পদদ্বয়ে; **নত্বা**—নতজানু হয়ে; **অভীষ্টম্**—বাঞ্ছিত; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **ধাতা**—স্রষ্টা; **স্ব-ধাম**—তাঁর নিজ ধামে; **প্রত্যপদ্যত**—ফিরে গেলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এভাবেই তাঁর স্তুতি নিবেদন করে, ব্রহ্মা তাঁর পরম আরাধ্য, অনন্ত পরমেশ্বর ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং নতজানু হয়ে তাঁর পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করলেন। ব্রহ্মাণ্ডের পদে নিয়োজিত সৃষ্টিকর্তা তারপর তাঁর নিজ ধামে ফিরে গেলেন।

তাৎপর্য

যদিও ব্রহ্মা বৃন্দাবনে অথবা এমন কি বৃন্দাবনের সন্নিহিত অঞ্চলে একটি তৃণরূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার প্রার্থনার নীরব উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করেছিলেন যে, ব্রহ্মার নিজস্ব ধামে ফিরে যাওয়া উচিত। ব্রহ্মাকে প্রথমে জগৎ-সৃষ্টি সংক্রান্ত তাঁর নিজের ভগবৎ-সেবাকার্য সম্পূর্ণ করতে হবে, তারপর তিনি বৃন্দাবনে এসে সেখানকার অধিবাসীদের কৃপা লাভ করতে পারেন। পক্ষান্তরে, যে কোনও ভক্তেরই উচিত ঐকান্তিকভাবে সর্বদা তাঁর ব্যক্তিগত ভগবৎ-সেবা সম্পাদনে মনোযোগী হওয়া। ভগবৎ-ধামে বাস করার প্রয়াসের থেকেও এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ৪২

ততোঽনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্ ।
বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্বসখং স্বকম্ ॥ ৪২ ॥

ততঃ—তারপর; **অনুজ্ঞাপ্য**—অনুমতি প্রদান করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-ভুবম্**—তাঁর নিজের পুত্র (ব্রহ্মাকে); **প্রাক্**—পূর্ববৎ; **অবস্থিতান্**—অবস্থিত; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **পুলিনম্**—নদীতটে; **আনিন্যে**—তিনি নিয়ে এলেন; **যথা-পূর্ব**—ঠিক পূর্বের মতো; **সখম্**—যেখানে সখাবৃন্দ উপস্থিত; **স্বকম্**—তাঁর নিজের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পুত্র ব্রহ্মাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদানের পর, এক বছর পূর্বে গোবৎসরা যেখানে ছিল, সেখান থেকে তাদের নদী তটে যেখানে তিনি ভোজন করছিলেন এবং পূর্বের মতো তাঁর গোপসখারা অবস্থান করছিলেন, সেখানে নিয়ে এলেন।

তাৎপর্য

স্বভুবম্ অর্থাৎ 'তাঁর নিজের পুত্রকে' কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকৃত অপরাধ মার্জনা করে তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ প্রদর্শন করেছিলেন। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, আদি গোপবালক ও গোবৎসরা আগের মতোই যথাক্রমে যমুনা নদীর তীরে ও বনে অবস্থান করছিল। ইতিপূর্বে বন থেকে গোবৎসরা অন্তর্হিত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাদের খুঁজতে গিয়েছিলেন। তাদের না পেয়ে, ভগবান গোপসখাদের সঙ্গে ব্যাপারটি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে নদীতীরে ফিরে এসে দেখেন তাঁর গোপসখারাও অন্তর্হিত হয়েছেন। এখন গোবৎসরা পুনরায় বনে বিচরণ করছে এবং গোপসখারাও পুনরায় নদীতটে তাঁদের মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য প্রস্তুত। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মতানুসারে, গোবৎস ও গোপবালকেরা যথাক্রমে বনে ও নদীতটেই পূর্ণ এক বৎসরকাল অবস্থান করছিলেন। ব্রহ্মাও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের অন্য কোনও স্থানে নিয়ে যাননি। সর্বশক্তিমান ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে গোপীগণ ও বৃন্দাবনের অন্যান্য অধিবাসীগণ সেই গোবৎস ও গোপবালকদের লক্ষ্য করতে পারেননি, তেমনই গোবৎস এবং গোপবালকগণও এক বৎসরকাল সময় অতিক্রম লক্ষ্য করতে পারেননি কিংবা ক্ষুধা, শীত বা তৃষ্ণা অনুভব করতে পারেননি। এই সমস্ত ঘটনাই ছিল ভগবানের মায়াশক্তি পরিচালিত লীলার অংশ। ব্রহ্মা ভেবেছিলেন, "আমি গোকুলের সমস্ত গোপবালক ও গোবৎসদের আমার যোগশক্তির শয্যায় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি এবং এখনও পর্যন্ত তারা জেগে ওঠেনি। কিন্তু আমার যোগশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন গোবৎস ও গোপবালকদের থেকে ভিন্ন সমসংখ্যক গোপবালক ও গোবৎসরা সারা বৎসর ধরে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে। তারা কে? তারা কোথা থেকে এসেছে?"

ভগবানের কাছে কিছুই অজ্ঞাত নয়। এভাবেই ব্রহ্মাকে বিমোহিত করার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র নাটকোচিত লীলা সম্পাদনের জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবৎস ও গোপবালকদের অন্বেষণ করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ব্রহ্মার শরণাগতি ও স্তুতি নিবেদনের পর শ্রীকৃষ্ণ আদি গোপবালক ও গোবৎসদের ফিরিয়ে আনলেন, যাঁরা ঠিক আগের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, যদিও এক বৎসর বয়স বেড়ে যাওয়ায় তাদের আকারও সামান্য বেড়ে গিয়েছিল।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু বৃন্দাবনে নিরীহ গোপবালকদের মতো খেলা করছিলেন, তাই চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাঁর কাছে স্তুতি নিবেদন করার পরেও ভগবান তাঁর গোপবালকসুলভ লীলা বজায় রেখেছিলেন এবং এভাবেই ব্রহ্মার সম্মুখে নীরব ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নীরবতা এই চিন্তাধারা ব্যক্ত করছিল—"এই চতুর্মুখ ব্রহ্মা আবার কোথা থেকে এল? সে কি করছে? সে এই সব কি কথা বলে যাচ্ছে? আমার গোবৎসদের অন্বেষণে আমি ব্যস্ত। আমি নিতান্ত একজন গোপবালক এবং এই সব কিছুই বুঝি না।" ব্রহ্মাও প্রথমে কৃষ্ণকে একজন সাধারণ গোপবালক রূপেই বিবেচনা করে তাঁর সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করেছিলেন। ব্রহ্মার প্রার্থনা গ্রহণ করার পরেও শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক রূপে খেলা করছিলেন এবং তাই চতুর্মুখ ব্রহ্মার প্রতি কোনও উত্তর করেননি। বরং, কৃষ্ণ তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়ে যমুনা নদীর তীরে বনভোজনের জন্য বেশি উৎসাহী ছিলেন।

শ্লোক ৪৩

একস্মিন্নপি যাতেঽব্দে প্রাণেশং চান্তরাত্মনঃ ।
কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্ ক্ষণার্ধং মেনিরেঽর্ভকাঃ ॥ ৪৩ ॥

একস্মিন্—এক; **অপি**—যদিও; **যাতে**—অতিক্রান্ত করে; **অব্দে**—বৎসর; **প্রাণ-ঈশম্**—তাঁদের প্রাণেশ্বর; **চ**—এবং; **অন্তরা**—ব্যতীত; **আত্মনঃ**—তাঁদের; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের; **মায়া**—মায়াশক্তির দ্বারা; **আহতাঃ**—আচ্ছাদিত; **রাজন্**—হে রাজন্; **ক্ষণার্ধম্**—অর্ধক্ষণ; **মেনিরে**—তাঁরা মনে করেছিলেন; **অর্ভকাঃ**—বালকেরা।

অনুবাদ

হে রাজন্, যদিও বালকেরা তাঁদের প্রাণেশ্বর বিহনে পুরো এক বৎসর অতিক্রান্ত করে শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তিতে আচ্ছাদিত ছিলেন, তবুও তাঁরা সেই এক বৎসরকে কেবল অর্ধক্ষণ বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

কিং কিং ন বিস্মরন্তীহ মায়ামোহিতচেতসঃ ।
যন্মোহিতং জগৎ সর্বমভীক্ষ্ণং বিস্মৃতাত্মকম্ ॥ ৪৪ ॥

কিম্ কিম্—বস্তুত কি; **ন বিস্মরন্তি**—মানুষ ভোলে না; **ইহ**—এই জগতে; **মায়া-মোহিত**—মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন; **চেতসঃ**—যাদের মন; **যৎ**—যার দ্বারা; **মোহিতম্**—মোহাচ্ছন্ন; **জগৎ**—জগৎ; **সর্বম্**—সমগ্র; **অভীক্ষ্ণম্**—অবিরত; **বিস্মৃত-আত্মকম্**—নিজেকে পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়া শক্তির দ্বারা যাদের মন মোহাচ্ছন্ন, বস্তুত তারা কি-ই না বিস্মৃত হতে পারে? সেই মায়াশক্তির দ্বারা সমগ্র জগৎ অবিরত মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে এবং এই বিস্মৃতির পরিবেশে কেউই তার আত্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই মোহাচ্ছন্ন। তাই ইন্দ্র ও ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও বিস্মৃতির নিয়ম থেকে মুক্ত নন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপসখা ও গোবৎসদের উপর তাঁর অন্তরঙ্গা মায়াশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, তাই এক বৎসর ধরে তাঁদের অবস্থানের কথা তাঁরা যে মনে করতে পারেননি, এটি মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। বাস্তবিকই, ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে বদ্ধ জীবেরা কেবলমাত্র এক বৎসরের জন্য যে তাদের অস্তিত্ব ভুলে থাকে তাই নয়, বরং জড় জগৎ নামক অজ্ঞতার রাজ্যে যখন তারা দেহান্তরিত হয়, তখন লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে তারা সে কথা ভুলে থাকে।

শ্লোক ৪৫

উচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা ।
নৈকোঽপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥

উচুঃ—তাঁরা বললেন; **চ**—এবং; **সুহৃদঃ**—সখারা; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **সু-আগতম্**—ফিরে এসেছ; **তে**—তুমি; **অতিরংহসা**—খুব শীঘ্রই; **ন**—না; **একঃ**—এক; **অপি**—এমন কি; **অভোজি**—ভোজন করা হয়েছে; **কবলঃ**—এক গ্রাস; **এহি**—অনুগ্রহ করে এস; **ইতঃ**—এখানে; **সাধু**—ভালভাবে; **ভুজ্যতাম্**—তোমার খাবার গ্রহণ কর।

অনুবাদ

গোপসখারা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছ! তোমার অনুপস্থিতিতে আমরা এমন কি এক গ্রাসও ভোজন করিনি। অনুগ্রহ করে এখানে এস এবং নিশ্চিন্তে ভোজন কর।

তাৎপর্য

স্বাগতং তেঽতিরংহসা শব্দগুলি নির্দেশ করে যে, জঙ্গল থেকে এত তাড়াতাড়ি গোবৎসদের ফিরিয়ে আনার জন্য গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখারা তাঁকে ভালভাবে বসে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করার জন্য অনুরোধ করছেন। শ্রীল প্রভুপাদের *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থটি অনুসারে, গোপবালকেরা অত্যন্ত উল্লাস প্রকাশ করছিলেন এবং তাঁদের প্রিয় সখা কৃষ্ণের সঙ্গে ভোজন করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

ততো হসন্ হৃষীকেশোঽভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ ।
দর্শয়ংশ্চর্মাজগরং ন্যবর্তত বনাদ্ ব্রজম্ ॥ ৪৬ ॥

ততঃ—তারপর; **হসন্**—হাস্য সহকারে; **হৃষীকেশঃ**—সকলের ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ; **অভ্যবহৃত্য**—ভোজন করে; **সহ**—সঙ্গে; **অর্ভকৈঃ**—গোপবালকদের; **দর্শয়ম্**—দেখিয়ে; **চর্ম**—চামড়া; **আজগরম্**—অঘাসুর নামক অজগরের; **ন্যবর্তত**—তিনি প্রত্যাগমন করলেন; **বনাৎ**—বন থেকে; **ব্রজম্**—ব্রজের গ্রামে।

অনুবাদ

অতঃপর ভগবান হৃষীকেশ হাস্য সহকারে তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে ভোজন সমাপন করলেন। তাঁরা যখন বন থেকে তাঁদের আলয় ব্রজে প্রত্যাগমন করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের মৃত সর্প অঘাসুরের চামড়াটি দেখালেন।

শ্লোক ৪৭

বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ
প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ ।
বৎসান্ গৃণন্ননুগগীতপবিত্রকীর্তির্
গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠম্ ॥ ৪৭ ॥

বর্হ—ময়ূরপুচ্ছ; **প্রসূন**—ফুল; **বন-ধাতু**—এবং বনজ ধাতুর দ্বারা; **বিচিত্রিত**—ভূষিত; **অঙ্গঃ**—তাঁর অপ্রাকৃত দেহ; **প্রোদ্দাম**—উচ্চস্বরে; **বেণু-দল**—বাঁশের শাখা থেকে নির্মিত; **শৃঙ্গ**—বাঁশির; **রব**—ধ্বনির দ্বারা; **উৎসব**—উৎসব সহকারে; **আঢ্যঃ**—সমুজ্জ্বল; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **গৃণন্**—আহ্বান করে; **অনুগ**—তাঁর সহচর দ্বারা; **গীত**—গান করছিলেন; **পবিত্র**—পবিত্র করে; **কীর্তি**—তাঁর মহিমা; **গোপী**—গোপীদের; **দৃক্**—নয়নের; **উৎসব**—উৎসব; **দৃশিঃ**—তাঁর দর্শন; **প্রবিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দেহ ময়ূরপুচ্ছ ও পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত ছিল এবং বনজ ধাতুর দ্বারা রঞ্জিত ছিল, আর তাঁর বাঁশের বংশী উচ্চস্বরে ও উৎসব মুখরিত হয়ে ধ্বনি করছিল। যখনই তিনি তাঁর গোবৎসদের নাম ধরে ডাকছিলেন, তখনই তাঁর গোপসখাগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করে সমগ্র জগৎ পবিত্র করছিলেন। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা নন্দ মহারাজের গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সৌন্দর্যের দর্শন তৎক্ষণাৎ সমস্ত গোপীনয়নের মহা উৎসব-স্বরূপ হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এখানে *গোপী* বলতে বয়স্ক গোপ-মহিলাদের বোঝানো হয়েছে, যেমন মা যশোদা কৃষ্ণকে বাৎসল্য স্নেহে ভালবাসতেন। কৃষ্ণের গোপসখারা কৃষ্ণের অদ্ভুত কার্যকলাপে এতই গর্বিত ছিলেন যে, গ্রামে প্রবেশের সময় তাঁরা সকলেই তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন।

শ্লোক ৪৮

অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদানন্দসূনুনা ।
হতোঽবিতা বয়ং চাস্মাদিতি বালা ব্রজে জগুঃ ॥ ৪৮ ॥

অদ্য—আজ; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **মহাব্যালঃ**—একটি ভীষণ সর্প; **যশোদা**—যশোদা; **নন্দ**—এবং নন্দ মহারাজের; **সূনুনা**—পুত্রের দ্বারা; **হতঃ**—নিহত হয়েছে; **অবিতাঃ**—রক্ষা পেয়েছি; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—এবং; **অস্মাৎ**—সেই দানব থেকে; **ইতি**—এভাবেই; **বালাঃ**—বালকেরা; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **জগুঃ**—কীর্তন করছিলেন।

অনুবাদ

যেইমাত্র গোপবালকেরা ব্রজের গ্রামে পৌঁছলেন, তখনই তাঁরা কীর্তন করছিলেন, "আজ কৃষ্ণ একটি ভীষণ সর্পকে সংহার করে আমাদের রক্ষা করেছে!" বালকদের কয়েকজন কৃষ্ণকে যশোদানন্দন এবং অন্যরা নন্দদুলাল রূপে বর্ণনা করছিলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ এক বৎসর পূর্বে অঘাসুর দানবকে বধ করেছিলেন, কিন্তু বালকেরা ব্রহ্মার যোগশক্তির দ্বারা এক বৎসর মোহাচ্ছন্ন থাকার ফলে অতিবাহিত সময়কে লক্ষ্য করেননি এবং এভাবেই তাঁরা ভেবেছিলেন যে, সেই দিনই শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুর দানবকে হত্যা করে এখন তাঁদের সঙ্গে ঘরে ফিরে যাচ্ছেন।

শ্লোক ৪৯

শ্রীরাজোবাচ

ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ ।
যোঽভূতপূর্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা বললেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ শুকদেব; **পর-উদ্ভবে**—অন্যের পুত্রের প্রতি; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **ইয়ান্**—এতখানি; **প্রেমা**—প্রেম; **কথম্**—কিভাবে; **ভবেৎ**—হল; **যঃ**—যা; **অভূত-পূর্বঃ**—অভূতপূর্ব; **তোকেষু**—বালকদের প্রতি; **স্ব-উদ্ভবেষু**—তাঁদের নিজ পুত্র; **অপি**—এমন কি; **কথ্যতাম্**—দয়া করে বর্ণনা করুন।

অনুবাদ

পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, গোপ-স্ত্রীগণ নিজ পুত্রদের প্রতিও যে প্রেম আগে কখনও অনুভব করেননি, সেই অভূতপূর্ব প্রেম পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিভাবে বিকশিত হল? দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

শ্লোক ৫০

শ্রীশুক উবাচ

সর্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ॥ ৫০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সর্বেষাম্**—সমস্ত; **অপি**—বস্তুত; **ভূতানাম্**—জীবের; **নৃপ**—হে রাজন্; **স্ব-আত্মা**—তার নিজ আত্মা; **এব**—অবশ্যই; **বল্লভঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **ইতরে**—অন্যান্য; **অপত্য**—পুত্র; **বিত্ত**—ধন; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি; **তৎ**—সেই আত্মার; **বল্লভতয়া**—প্রিয় হবার ফলে; **এব হি**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, সমস্ত জীবের কাছে অত্যন্ত প্রিয় অবশ্যই তার নিজের আত্মা। পুত্রাদি, ধনসম্পদ ইত্যাদি সেই আত্মার প্রিয় হবার ফলেই তা প্রিয়ভাজন হয়।

তাৎপর্য

কখনও আধুনিক চিন্তাবিদগণ নৈতিক আচরণের মনস্তত্ত্ব অনুশীলন করে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। সকল জীবই আত্মরক্ষায় ইচ্ছুক, এখানে যে বলা হয়েছে, কখনও মানুষ জনহিতকর বা দেশাত্মবোধক কাজের জন্যও স্বেচ্ছায় তাঁর নিজের আপাত স্বার্থ ত্যাগ করেন, যেমন অপরের কল্যাণে অর্থ দান অথবা দেশের স্বার্থে জীবন দান। এই ধরনের নিঃস্বার্থ ব্যবহার বলতে যা বোঝায়, তা জাগতিক আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্ম-সংরক্ষণের নীতির বিরোধিতা করছে বলে মনে হয়।

এই শ্লোকে তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জীব তার সমাজ, দেশ, পরিবার ইত্যাদির সেবা করে, কারণ তার অনুরাগের এই সমস্ত বিষয়গুলি মিথ্যা অহঙ্কারের প্রসারিত ধারণার অভিব্যক্তি ঘটায়। কোনও দেশপ্রেমিক নিজেকে এক মহান দেশের মহান সেবকরূপে গণ্য করেন এবং তাই তিনি তাঁর অহমিকার মনোভাব গৌরবান্বিত করার উদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জনও দেন। তেমনই, সাধারণত সকলেই জানে যে, মানুষ তার প্রিয় স্ত্রী ও সন্তানদের সন্তুষ্টির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করছেন, এই কথা ভেবে সে অত্যন্ত সুখ অনুভব করে। মানুষ নিজেকে তার পরিবারবর্গ

ও সমাজের নিঃস্বার্থ শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে বিবেচনা করে বিপুল আত্মম্ভরী সুখ অনুভব করে। এভাবেই মিথ্যা অহংকারের আত্মম্ভরিতা তৃপ্ত করার জন্য মানুষ তার জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়। তবুও এই সুস্পষ্ট আপাতবিরোধী আচরণ জড়জাগতিক বিভ্রান্তির এক অভিপ্রকাশ, যা অজড় চিন্ময় আত্মার সম্পর্কে বিপুল অজ্ঞতা প্রকাশেরই লক্ষণমাত্র।

শ্লোক ৫১

তদ্ রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্ ।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু ॥ ৫১ ॥

তৎ—অতএব; **রাজেন্দ্র**—হে রাজশ্রেষ্ঠ; **যথা**—যেমন; **স্নেহঃ**—স্নেহ; **স্ব-স্বক**—নিজ নিজ; **আত্মনি**—আত্মার জন্য; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীবের; **ন**—না; **তথা**—সেভাবে; **মমতা-আলম্বি**—যার ফলে সে নিজেকে তার অধিকৃত বিষয়রূপে গণ্য করে; **পুত্র**—পুত্র; **বিত্ত**—ধন; **গৃহ**—আবাস; **আদিষু**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

হে রাজশ্রেষ্ঠ, এই কারণে দেহধারী জীব আত্মকেন্দ্রিক হয়—তার অধিকৃত বিষয়াদি যেমন পুত্র, ধন ও গৃহ অপেক্ষা নিজের দেহ ও আত্মায় অধিকতর অনুরক্ত হয়।

তাৎপর্য

সন্তানের জন্মের ফলে তার কোন অসুবিধা হবে মনে হলেই মায়ের গর্ভের মধ্যে তার নিজের সন্তানকে হত্যা করা, এখন এটি সারা পৃথিবীতে একটা সাধারণ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তেমনই, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানেরা বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের উপস্থিতি অসুবিধাজনক মনে করলে তাঁদের কোনও নির্জন প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করছে। এগুলি এবং আরও অসংখ্য উদাহরণ প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষ 'আমার'-বোধসম্পন্ন তার পরিবার ও অন্যান্য অধিকৃত বিষয়ের থেকেও 'আমি'-বোধসম্পন্ন তার দেহ ও আত্মার প্রতি অধিক আসক্ত। যদিও বদ্ধ জীবাত্মারা পরিবার, সমাজ ইত্যাদির প্রতি তাদের তথাকথিত প্রেমের জন্য অত্যন্ত গর্বিত, প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বদ্ধ জীব স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম স্বার্থপরতার স্তরে অভিনয় করছে মাত্র।

শ্লোক ৫২

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম ।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্ ॥ ৫২ ॥

দেহ-আত্ম-বাদিনাম্—যারা এরূপ মত আরোপ করে যে, দেহই আত্মা; **পুংসাম্**—ব্যক্তিদের কাছে; **অপি**—বস্তুত; **রাজন্য-সৎ-তম**—হে রাজশ্রেষ্ঠ; **যথা**—যেমন; **দেহঃ**—দেহটি; **প্রিয়-তমঃ**—অতি প্রিয়; **তথা**—সেভাবেই; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **অনু**—সম্পর্কিত; **যে**—যে বস্তুগুলি; **চ**—এবং; **তম্**—তত।

অনুবাদ

হে রাজশ্রেষ্ঠ, বাস্তবিকই, যে সমস্ত ব্যক্তি মনে করে দেহ আত্মা, তাদের কাছে দেহ যেরূপ অতি প্রিয় হয়, সেভাবেই দেহ সম্পর্কিত বস্তু তত প্রিয় হয় না।

শ্লোক ৫৩

দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ ।
যজ্জীর্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥ ৫৩ ॥

দেহঃ—শরীর; **অপি**—ও; **মমতা**—স্নেহের; **ভাক্**—কেন্দ্রবিন্দু; **চেৎ**—যদি; **তর্হি**—তবু; **অসৌ**—সেই দেহ; **ন**—না; **আত্ম-বৎ**—আত্মতুল্য; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **যৎ**—যেহেতু; **জীর্যতি**—যখন এটি জরাগ্রস্ত হচ্ছে; **অপি**—এমন কি; **দেহে**—দেহটি; **অস্মিন্**—এই; **জীবিত-আশা**—বেঁচে থাকার ইচ্ছা; **বলীয়সী**—অত্যন্ত দৃঢ়।

অনুবাদ

যদি কোনও ব্যক্তি তাঁর দেহটিকে 'আমি'র পরিবর্তে 'আমার' জ্ঞান করার স্তরে আসেন, তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর দেহটিকে নিজের আত্মার চেয়ে প্রিয় জ্ঞান করেন না। শেষ পর্যন্ত, দেহটি ক্রমশ বৃদ্ধ ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেলেও, ক্রমাগত জীবিত থাকার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সুদৃঢ় থাকে।

তাৎপর্য

এখানে *মমতাভাক্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ নির্বোধ ব্যক্তি মনে করে, "আমি হচ্ছি এই দেহ।" সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে করে, "এটি আমার দেহ।" সাধারণ মানুষের সাহিত্য ও উপকথায় জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ নবযৌবনসম্পন্ন দেহ লাভের স্বপ্ন দেখছে—এই রকম কাহিনী সচরাচর আমরা দেখতে পাই। এভাবেই সাধারণ মানুষেরাও সহজাত অনুভবের মধ্য দিয়ে আত্ম-উপলব্ধির ধারণাটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, নানা ধরনের দেহে আত্মার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।

বুদ্ধিমান ব্যক্তির দেহ বৃদ্ধ ও অকেজো হয়ে গেলেও যখন সে জানতে পারে যে, তার দেহটি আর বেশি দিন বাঁচবে না, তবুও সে প্রবলভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা করে। এটি ইঙ্গিত করছে, তার দেহের চেয়ে তার আত্মা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিষয়ে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছে। এভাবেই কেবলমাত্র বেঁচে থাকার বাসনাই

মানুষকে পরোক্ষভাবে আত্ম-উপলব্ধির প্রাথমিক স্তরে নিয়ে আসতে পারে। আর এই ব্যাপারেও কারও মূল আকর্ষণ তার নিজের আত্মার প্রতিই হয়, তার অধিকৃত অন্য কোনও কিছুর প্রতি নয়।

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, প্রত্যেকের নিজস্ব আত্মা তার কাছে অত্যন্ত প্রিয়—পরীক্ষিৎ মহারাজ ও শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মধ্যে এই বিষয়ের সামগ্রিক আলোচনাটি শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবনের গাভী ও গোপ-রমণীরা যে তাঁদের প্রাণের চেয়ে, এমন কি তাঁদের সন্তানদের থেকেও শ্রীকৃষ্ণকে অধিক প্রিয়, তা বিবেচনা করার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়েছিল। আলোচনাটি পরেও অব্যাহত রয়েছে।

শ্লোক ৫৪

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্ ।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৫৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **প্রিয়-তমঃ**—প্রিয়তম; **স্ব-আত্মা**—নিজ আত্মা; **সর্বেষাম্**—সকল; **অপি**—বস্তুত; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীবদের; **তৎ-অর্থম্**—সেই কারণে; **এব**—অবশ্যই; **সকলম্**—সমস্ত; **জগৎ**—সৃষ্ট জগৎ; **এতৎ**—এই; **চর-অচরম্**—স্থাবর ও জঙ্গম জীব সমন্বিত।

অনুবাদ

অতএব, সমস্ত দেহধারী জীবের কাছে নিজের আত্মাই অত্যন্ত প্রিয়তম হয় এবং কেবলমাত্র এই আত্মার সন্তুষ্টির জন্যই স্থাবর ও জঙ্গম জীব সমন্বিত এই নিখিল জগৎ অস্তিত্বশীল।

তাৎপর্য

চরাচরম্ শব্দটি সচল জীব, যেমন প্রাণীসকলকে এবং অচল জীব, যেমন বৃক্ষসকলকে ইঙ্গিত করে। অথবা এই শব্দটি সচল অধিকৃত বস্তু, যেমন কারও পরিবার ও পোষা প্রাণীকে এবং অচল অধিকৃত বস্তু, যেমন গৃহ ও গৃহস্থালির আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রকে উল্লেখ করে।

শ্লোক ৫৫

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ ।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণম্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **এনম্**—এই; **অবেহি**—হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা কর; **ত্বম্**—তুমি; **আত্মানম্**—আত্মা; **অখিল-আত্মনাম্**—সমস্ত জীবের; **জগৎ-**

হিতায়—সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য; সঃ—তিনি; অপি—অবশ্যই; অত্র—এখানে; দেহী—একজন মানুষ; ইব—মতো; আভাতি—আবির্ভূত হন; মায়য়া—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

তোমার জানা উচিত শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের মূল আত্মা। তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত, সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি সাধারণ মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে তিনি এটি করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, বিংশতি পরিচ্ছেদ, ১৬২ শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন—"পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কেন ব্রজবাসীদের এত প্রিয় ছিলেন, যাঁরা তাঁদের পুত্র এমন কি তাঁদের প্রাণের থেকেও তাঁকে অধিক ভালবাসতেন। সেই সময়ে শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন যে, জড়দেহ ধারী সকলের কাছেই আত্মা অতীব প্রিয়। কিন্তু সেই আত্মা কৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই কারণে, সমস্ত জীবের কাছে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রিয়। সকলের দেহই নিজের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং প্রত্যেকে সর্বতোভাবে তার দেহটিকে রক্ষা করতে চায় কারণ সেই দেহের মধ্যে আত্মা রয়েছে। আত্মা ও দেহের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্যই সকলের কাছে দেহ এত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয়। তেমনই, আত্মা শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ার ফলে, সমস্ত জীবের কাছে পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত প্রিয়। দুর্ভাগ্যবশত, আত্মা তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে দেহটিকে স্বরূপ বলে মনে করে (*দেহাত্মবুদ্ধি*)। এভাবেই আত্মা জড়া প্রকৃতির বিধিনিয়মের অধীন হয়ে পড়ে। জীব যখন তার বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ পুনরুজ্জীবিত করে, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে দেহ নয়, সে শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এভাবেই যথার্থ জ্ঞান লাভ করার ফলে, সে আর দেহ বা দেহ সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে অনর্থক পরিশ্রম করে না (*জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি*)। জড় জগতের মধ্যে জীব মনে করে, 'আমি দেহ এবং এটি আমার,' সেটিও মায়া। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার আকর্ষণ পুনর্নিয়োগ করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৭) বলা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

'ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করার ফলে তৎক্ষণাৎ অহৈতুকী জ্ঞান লাভ হয় এবং জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হয়'।"

শ্লোক ৫৬

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্ বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥ ৫৬ ॥

বস্তুতঃ—প্রকৃতপক্ষে; **জানতাম্**—যাঁরা জানেন তাঁদের জন্য; **অত্র**—এই জগতে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **স্থাস্নু**—স্থাবর; **চরিষ্ণু**—জঙ্গম; **চ**—এবং; **ভগবৎ-রূপম্**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশিত রূপসকল; **অখিলম্**—সমস্ত কিছুই; **ন**—নেই; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **বস্তু**—বস্তু; **ইহ**—এখানে; **কিঞ্চন**—একেবারেই।

অনুবাদ

এই জগতে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানেন, তাঁরা স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত বস্তুকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রকাশিত বিভিন্ন রূপের মতো দর্শন করেন। সংস্কার মুক্ত এই প্রকার ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই স্বীকার করেন না।

তাৎপর্য

সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অবস্থান করছে এবং সব কিছুর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করছেন। তবুও, ক্রমোন্নতির নিয়মে সর্বদাই শক্তিমান থেকেই শক্তির বিস্তার হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মূল সত্তা, যাঁর থেকে অন্যান্য সমস্ত সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। তিনিই পরম শক্তিমান, যাঁর থেকে শক্তির সমস্ত রকমের শ্রেণী বৈশিষ্ট্য ও পরিমাপ উদ্ভাসিত হয়। এভাবেই আমাদের নিজেদের দেহ, আত্মা, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, জাতি, গ্রহলোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ, যিনি তাঁর নিজস্ব শক্তির মাধ্যমে নিজেকে বিস্তার করেন। শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে আমাদের প্রেম ও আকর্ষণের মুখ্য বিষয়, আর অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন দেহ, পরিবার ও গৃহ আমাদের অনুরাগের গৌণ বিষয় হওয়া উচিত। অধিকন্তু, প্রকৃত অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণে উদঘাটিত হবে যে, অনুরাগের গৌণ বিষয়গুলিও শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ। সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আমাদের একমাত্র বন্ধু ও প্রেমাস্পদ।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের ভাষ্যে বলেছেন—"শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ছাড়া কোনও কিছুই আকর্ষণীয় হতে পারে না। এই জগতে যা কিছু আমাদের আকর্ষণ করে, তার কারণ শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত আনন্দের উৎস। সব কিছুরই মূল কারণ শ্রীকৃষ্ণ এবং অতি উন্নত পরমার্থবাদীরা সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দর্শন করেন। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* বলা হয়েছে যে, অতি উন্নত স্তরের ভক্ত বা মহাভাগবত স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত

জীবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই মূল উৎসরূপে দর্শন করেন। তাই তিনি এই মহাবিশ্ব প্রকাশে সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কযুক্ত বিষয়রূপে দেখেন।"

শ্লোক ৫৭

সর্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্ বস্তু রূপ্যতাম্ ॥ ৫৭ ॥

সর্বেষাম্—সমস্ত; **অপি**—বাস্তবিকপক্ষে; **বস্তূনাম্**—বস্তুর; **ভাব-অর্থঃ**—জড়া প্রকৃতির আদি, অব্যক্ত কারণ; **ভবতি**—হয়; **স্থিতঃ**—স্থির; **তস্য**—সেই অপ্রকাশিত প্রকৃতির; **অপি**—এমন কি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **কিম্**—কী; **অতৎ**—তাঁর থেকে ভিন্ন; **বস্তু**—বস্তু; **রূপ্যতাম্**—নিরূপিত হতে পারে।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির আদি, অব্যক্ত রূপই সমস্ত জড় বস্তুর উৎস এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সূক্ষ্ম জড়া প্রকৃতির উৎস। তা হলে তাঁর থেকে ভিন্ন কী নিরূপিত হতে পারে?

শ্লোক ৫৮

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥ ৫৮ ॥

সমাশ্রিতাঃ—আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; **যে**—যাঁরা; **পদ**—চরণ; **পল্লব**—ফুলের মুকুলের মতো; **প্লবম্**—যা হচ্ছে একটি নৌকা; **মহৎ**—সমগ্র জড় সৃষ্টির, অথবা মহাত্মাদের; **পদম্**—আশ্রয়; **পুণ্য**—পরম পুণ্য; **যশঃ**—যাঁর যশ; **মুর-অরেঃ**—মুর দানবের শত্রু; **ভব**—জড় অস্তিত্বের; **অম্বুধিঃ**—সমুদ্র; **বৎস-পদম্**—গোষ্পদ; **পরম্ পদম্**—পরম ধাম, বৈকুণ্ঠ; **পদম্ পদম্**—প্রতি পদক্ষেপে; **যৎ**—যেখানে; **বিপদাম্**—জাগতিক দুঃখকষ্ট; **ন**—নয়; **তেষাম্**—তাঁদের জন্য।

অনুবাদ

যিনি জড় জগতের আশ্রয়স্বরূপ এবং মুর দানবের শত্রু মুরারিরূপে খ্যাত, সেই ভগবানের পাদপদ্মরূপ নৌকায় যাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে এই ভব-সমুদ্র গোষ্পদতুল্য। পরমপদ বৈকুণ্ঠ লাভই তাঁদের লক্ষ্য। পদে পদে বিপদ-সঙ্কুল এই জড় জগৎ তাঁদের জন্য নয়।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি *ভগবদ্গীতা যথাযথ,* দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫১ শ্লোক সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষ্য থেকে গৃহীত হয়েছে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য অনুসারে, এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই পরিচ্ছেদে প্রকাশিত জ্ঞানকে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে *পল্লব* বা ফুলের মুকুলরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তাঁর পাদপদ্মদ্বয় অত্যন্ত কোমল ও ঈষৎ গোলাপী বর্ণের। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মতানুসারে, *পল্লব* শব্দটি এই অর্থও নির্দেশ করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয় ঠিক কল্পবৃক্ষের মতো, যা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। এমন কি শ্রীনারদের মতো উন্নত ভক্তবৃন্দ, যাঁরা নিজেরাই এই ব্রহ্মাণ্ডের বদ্ধ জীবদের পরম আশ্রয়, তাঁরাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই এটি স্বাভাবিক যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনের সমস্ত গোপবালক ও গোবৎসরূপে নিজেকে প্রকাশিত করলেন, তখন তাঁদের পিতা-মাতারা তাঁদের প্রতি আগের থেকে অনেক বেশি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত আনন্দের উৎস এবং সর্বাকর্ষক রূপে সকলেরই পরম প্রেমাস্পদ।

শ্লোক ৫৯

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ।
তৎ কৌমারে হরিকৃতং পৌগণ্ডে পরিকীর্তিতম্ ॥ ৫৯ ॥

এতৎ—এই; **তে**—আপনার নিকট; **সর্বম্**—সকল; **আখ্যাতম্**—বর্ণিত হল; **যৎ**—যা; **পৃষ্টঃ**—পূর্বে জিজ্ঞাসিত; **অহম্**—আমি; **ইহ**—এই বিষয়ে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **তৎ**—তা; **কৌমারে**—শৈশবে (পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত); **হরিকৃতম্**—ভগবান হরি দ্বারা আচরিত; **পৌগণ্ডে**—বাল্যকালে (ষষ্ঠ বর্ষ থেকে শুরু); **পরিকীর্তিতম্**—কীর্তিত হয়েছিল।

অনুবাদ

যেহেতু আপনি আমার কাছে যা জানতে চেয়েছিলেন, তাই আমি শ্রীহরির পঞ্চম বর্ষে কৃত সকল কার্যকলাপ যা পৌগণ্ডে কীর্তিত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিকট বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ৬০

এতৎ সুহৃদ্ভিশ্চরিতং মুরারের
অঘার্দনং শাদ্বলজেমনং চ ।

ব্যক্তেতরদ্ রূপমজোর্বভিষ্টবং
শৃণ্বন্ গৃণন্নেতি নরোঽখিলার্থান্ ॥ ৬০ ॥

এতৎ—এই সমস্ত; **সুহৃদ্ভিঃ**—গোপসখাদের সঙ্গে; **চরিতম্**—লীলাসমূহ; **মুরারেঃ**—ভগবান মুরারির; **অঘার্দনম্**—অঘাসুর-বধ; **শাদ্বল**—বনের মধ্যে তৃণের উপর; **জেমনম্**—ভোজন করা; **চ**—এবং; **ব্যক্ত-ইতরৎ**—প্রপঞ্চাতীত; **রূপম্**—ভগবানের চিন্ময় রূপ; **অজ**—ব্রহ্মার দ্বারা; **উরু**—বিস্তারিত; **অভিষ্টবম্**—স্তব নিবেদন; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করে; **গৃণন্**—কীর্তন করে; **এতি**—লাভ করেন; **নরঃ**—যে কোন ব্যক্তি; **অখিল-অর্থান্**—সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু।

অনুবাদ

অঘাসুর বধ, বনের তৃণের উপর ভোজন, ভগবানের চিন্ময় রূপের প্রকাশ এবং ব্রহ্মার দ্বারা নিবেদিত অপূর্ব স্তব—গোপসখাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত ভগবান মুরারির এই সমস্ত লীলা যে ব্যক্তি শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তিনি সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, যিনি শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ ও কীর্তনে আগ্রহী, তিনিও পারমার্থিক পূর্ণতা লাভ করবেন। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রসারের জন্য অনেক ভক্ত ঐকান্তিকভাবে নিয়োজিত রয়েছেন এবং তাঁরা অনেক সময় এত ব্যস্ত থাকেন যে, পরিতৃপ্তি সহকারে ভগবানের লীলা শ্রবণ ও কীর্তন করতে পারেন না। তা সত্ত্বেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সর্বদা শ্রবণ ও কীর্তনের প্রতি কেবলমাত্র তাঁদের গভীর আকাঙ্ক্ষার দ্বারাই তাঁরা পারমার্থিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হবেন। অবশ্যই, যতদূর সম্ভব ভগবানের এই সমস্ত অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণ-কীর্তন করা প্রত্যেকের উচিত।

শ্লোক ৬১

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে ।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥ ৬১ ॥

এবম্—এভাবেই; **বিহারৈঃ**—লীলা-বিলাসের দ্বারা; **কৌমারৈঃ**—কৌমার; **কৌমারম্**—পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শৈশবকাল; **জহতুঃ**—তাঁরা অতিক্রম করেছিলেন; **ব্রজে**—বৃন্দাবনের ভূমিতে; **নিলায়নৈঃ**—পশ্চাতে ধাবমান ক্রীড়ার দ্বারা; **সেতুবন্ধৈঃ**—সেতু নির্মাণের দ্বারা; **মর্কট-উৎপ্লবন**—বানরের মতো লম্ফঝম্ফ; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

এভাবেই বালকেরা লুকোচুরি খেলা, খেলার সেতু নির্মাণ, বানরের মতো লম্ফ প্রদান ইত্যাদি ক্রীড়ার মাধ্যমে বৃন্দাবনভূমিতে তাঁদের কৌমারকাল অতিবাহিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মতানুসারে, *নিলায়নৈঃ* শব্দটি লুকোচুরি কিংবা চোর ও পুলিশ জাতীয় খেলাধুলাকে উল্লেখ করে। কখনও বালকেরা ভগবান রামচন্দ্রের সৈন্যদের মধ্যে বানরের মতো লম্ফঝম্ফ দিতেন এবং তার পর সরোবরে অথবা পুকুরে খেলার সেতু নির্মাণ করে শ্রীলঙ্কায় সেতুবন্ধনের অভিনয় করতেন। কখনও কখনও বালকেরা ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের লীলা অনুকরণ করতেন এবং কখনও বা বল নিয়ে লোফালুফি করে খেলতেন। চিন্ময় জগতে সাধারণ অবস্থাতেও আমরা পূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারি, কারণ কৃষ্ণভাবনামৃতের শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের দ্বারা সেখানে সব কিছু সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।